

কুলীন কুলসর্বস্ব



শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।



চতুর্থ বার মুদ্রিত।



কলিকাতা

সংস্কৃত বঙ্গ।

সংবৎ ১৯২৭।

বিজ্ঞাপন

পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলষী ছিলাম; তন্নিমিত্ত “পতিত্রতোপাখ্যানে” প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীলু শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধুরী মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে “বল্লাল সেনীর কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটি-তেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত ‘কুলীন কুলসর্ব্বস্ব’ নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ-মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।” পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী মহোদয় তদদৃষ্টে সান্তিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত

৫০ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম ।

এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত । প্রথমে, কুল-পালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান । দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব । তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার । চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্‌ঘাষণ । পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিরোগ-পরিদেবন । ষষ্ঠে, বিবাহ নিরীহ । এই রীতি ক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্য-জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কোলীনা-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুর্বস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে । একগণে প্রার্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সকল জ্ঞান করিব ইতি ।

শ্রীরামনারায়ণ শর্মা ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



কুলপালক ... প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ ।

কুলধন কুলপালকের প্রতিবাসী ।

শুভাচার্য্য ... }
 সুধীর } ষটক ।
 অন্তাচার্য্য ... }

গ্রহাচার্য্য গৃহবিপ্র ।

ব্রাহ্মণী কুলপালকের স্ত্রী ।

জাহ্নবী }
 শান্তবী } কুলপালকের কন্যা ।
 কামিনী }
 কিশোরী ... }

রসিকা নাপিত স্ত্রী ।

দেবল পূজক ব্রাহ্মণ ।

মোহিনী প্রভৃতি... প্রতিবাসী কুলীন কামিনীগণ ।

ভোলা কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, নীচ জাতি ।

ধর্ম্মশীল পুরোহিত ।

তর্কবাগীশ ... ধর্ম্মশীলের ছাত্র ।

অধর্মকচি . . }
 বিবাহবণিক্ . . } বৈদেশিক কুলীন ব্রাহ্মণ ।

উত্তম বিবাহবণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র ।

উদরপরায়ণ . . বৈদিক ব্রাহ্মণ ।

সুমতি উদরপরায়ণের স্ত্রী ।

শিশু উদরপরায়ণের পুত্র ।

ন্যায়ালঙ্কার . . অধ্যাপক ।

মাধবী সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা ।

মহিলা কুলীন কন্যা ।

বিরহিপঞ্চানন . যুতপত্নীক বংশজ ।

বিবাহবাতুল . অকৃতবিবাহ বংশজ ।

অভব্যচন্দ্র . . বৈদেশিক ব্যক্তি ।



কুলীন কুলসর্বস্ব

প্রথম অঙ্ক ।

—*—

মাদী ।

শিশু শশী শোভে ভালে বপু বিভূষিত কালে

গলে কালকুটের কালিমা ।

রক্ত ভূধর শোভা তক্তজন মনোলোভা

এ রূপের দিতে নাহি সীমা ॥

বাম উকপরে বসি অকলঙ্ক উমাশনী

পুলকে প্রকুল কলেবর ।

নিভান্ত কিঙ্কর জনে রূপা বিন্দু বিতরণে

জ্ঞান কর ওহে গঙ্গাধর ॥

কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্যা

জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী ।

অমূল কল্পিত কুল সমূলে করি নির্মূল

নভ্যকুল বৃদ্ধি বিধারিনী ॥

কুলকাণ্ডে মনোমত নিদ্রা যাও আর কত
 জাগো যা গো জগত সংসারে ।
 ডোঁমা বিনা গতি নাই কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
 পাড়ে আমি অকুল পাথারে ॥

কোন ব্রাহ্মণ এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলেন,
 অনন্তর সূত্রধারের প্রবেশ ।

সূত্র । আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই ; একবার
 সত্য দর্শন করি । (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া)
 আহা কি অপূর্ব সত্য ! এ সত্যের শোভা ক্ষণকাল
 নিরীক্ষণ করিলে কাহার না অন্তরাত্মা সন্তোষ সাগরে
 সম্ভরণ করে । এই সত্য নানাশুণ্যরত্নমণ্ডিত পণ্ডিত
 জনে আকীর্ণ, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সঙ্গুণসম্পন্ন ধনিগণে
 পরিপূর্ণ, এমন স্থানে আমার বহু-পরিশ্রম-শিক্ষিত
 সঙ্গীত বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান একান্ত সমুচিত হই-
 রাচ্ছে, যেহেতু সজ্জন সমাজে অপরীক্ষিত বিদ্যা,
 অনগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের স্থায়, বিশ্বসনীর হয় না ।
 কিন্তু এতাদৃশ সমাজে কোন্ প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া
 স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করি ? পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক
 সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে
 না (কিঞ্চিৎ চিন্তিতের ন্যায় উর্দ্ধবিলোকন করিয়া)
 হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, সপ্রতি রত্নপুরাস্করণত কুণ্ডী-

নগরনিবাসী যশোরাজী শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্ধু-
রীণ মহোদয়ের মতানুসারে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্ক-
রত্ন মধুর সাধু ভাষায় যে “কুলীন কুলসর্বস্ব ” নামক
অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছেন, তৎপ্রস্তাব দ্বারা
সমীহিত সিদ্ধ করিব । এক্ষণে প্রেয়সীকে আহ্বান
করিয়া রঙ্গ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হই ।

নেপথ্যের অভিমুখে অবলোকন করিয়া নটীর প্রতি

প্রিয়ে ! যদি তোমার বেশ বিন্যাস হইয়া থাকে,
ত্বরায় আইস ।

নটীর প্রবেশ ।

নটী । আর্য্যপুত্র ! এই আমি আদিলাম, আজ্ঞা
করুন কি করিব ?

সূত্র । কান্তে ! ঋতুরাজ বসন্ত সময় সমাগত,
এমন মহোৎসব সময়ে নিকংসুকা হইয়া কোথা ছিলে,
সজ্জন সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর ।

নটী । যে আজ্ঞা । (গীতারম্ভ করিল) ।

চূত মুকুল কুল সঞ্চলদলিকুল

গুন গুন রঞ্জন গানে ।

মদকল কোকিল কলরব সংকুল

রঞ্জিত বাদন ভানে ॥

রতিপতি নর্তন বিরস বিকর্তন

শুভ ঋতুরাজ সমাজে ।

নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত

ধীর সমীর বিরাজে ॥

স্বত্র । প্রিয়ে! সাধু সাধু উত্তম সঙ্গীত করি-
য়াছ, তোমার কণ্ঠনির্গলিত, রাগরাগিনীসংকলিত,
রসতাবপূর্ণ, মধুর সঙ্গীতশ্রবণে সমস্ত সামাজিক
লোক একতানাস্তঃকরণে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া
রহিয়াছেন; ইঁহারা প্রথমতঃ তোমার লোকাভীত
রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধ প্রায় ছিলেন, এক্ষণে
তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্য্যন্ত
আক্লান্ত হইয়াছেন তাহা বাক্যপাণীত ।

একেত কমল কলি প্রফুল্ল হইলে অলি

রূপ হেরি হরষিত হয় ।

আবার যখন ভায় মকরন্দ গন্ধ পায়

আনন্দের সীমা নাহি রয় ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ এই সভাসঙ্গের চিত্তচকোর
তোমার মুখচন্দ্রগলিত মধুর গানসুধা পান করিয়া
পূর্বাপেক্ষা অধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে; এ
সময়ে বিবাহ ব্যাপার ঘটিল “কুলীনকুলসর্বস্ব”

নামক নুতন নাটক প্রদর্শনামৃত দানে তৃপ্ত করণ কর্তব্য ।

নটী । (বিবাহ শব্দ শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়, পুরুষের কি নিষ্ঠুর স্বভাব ! স্নেহ কাহাকে বলে জানে না, কেবল আপন সুখেই সদা সুখী । আমরা অবলা জাতি, অতি সরলা, আমার অন্তঃকরণ চির দিনই চিন্তিত আছে, যেহেতু আমার একটি মাত্র কুমারী, সে অতি সুকুমারী, বিশেষত বয়স হইয়াছে । নাথ ! দেখ দেখি তুমি কি নিষ্ঠুর, তাহার বিবাহের কথাও এক বার উল্লেখ কর না, কেবল আমোদ প্রমোদেই মগ্ন আছ, তবে তোমারি রজন্যের সময়, তুমিই নাটক লইয়া থাক ।

হুজুর । (দীর্ঘশ্বাসমুখে) স্ত্রীজাতি অতি অবোধ । প্রিয়ে ! চির দিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখা বলোকনে বিরত হইলে কি হইবে ? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয় ।

নটী । নাথ ! তুমি কি আমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ ?

হুজুর । না, না, প্রিয়ে । এমন কদাচ মনে করো না, আমি বধার্ঘ্য কহিতেছি ।

শ্রেয়সি তোমাকে নাহি করি প্রতারণা ।

বিবাহ নিরীহবিধি বিধির ঘটনা ॥

নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ করিয়া

সাধু ডরন্তপুত্র সাধু, প্রজাপতি নিরীহ ব্যতীত কখন
বিবাহব্যাপার সমাধা হয় না ।

নটী । নাথ ! কি বলিলে, অদৃষ্টে যাহা হয় বলিয়া
চেষ্টা না করা কি পুরুষের কর্ম ? ছি ! ছি ! তুমি বিজ্ঞ
হইয়া কি কহিতেছ ?

স্বত্র । প্রিয়ে ! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ বলি-
য়াছ, এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া দুহিতার হিত-
কার্যে বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত । কিন্তু তাহা নিতৃত
স্থানেই কর্তব্য, যেহেতু মন্ত্রণা ঘটকর্মে প্রবিষ্ট হইলে
ইষ্টসিদ্ধি হয় না । ঐ দেখ ! কে এ স্থানে আসিতেছে,
অন্তএব চল নির্ভরনে গিয়া মন্ত্রণা করি । [উভয়ের
প্রস্থান] ।

ইতি প্রস্তাবনা ।

অনন্তর কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ ।

কুলপা । (স্বগত) “বিবাহ নিরীহবিধি বিধির
ঘটনা” সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে ।
আমি বন্দ্যঘটীর কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রস্থান

কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অত্যা-
বধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সম-
যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত
চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজ-সংসার
বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও
দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখ দেখি কি দৈববিড়-
ম্বনা কিছুতেই মনস্তৃষ্টি হইতেছে না ; কন্যাতারণ্ত
হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিজীবন্থায় যামিনী
ষাপন করি। হায় কি ক্লেশ ! পণ্ডিতেরা কহিয়া
থাকেন “ব্রহ্মগৃহাঃ স্তূলপট্যে যবগোধূমশালিনঃ ।
প্রলয়েহপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে ॥” ইহা
যুক্তি সিদ্ধ বটে, কন্যাজন্মই গৃহস্থাত্মীর অশেষ ক্লেশ-
দায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশ কুলীনসন্তানদিগের।
প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! আমার গৃহে
কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক কন্যাই কুলীন-
দিগের বিপৎপারম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা
কি বলিব ? (প্রকাশে) আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি
দুরন্ত প্রথা ! অতিমন্দ অতি মন্দ, এমন দেখি নাই।

কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

কুলধা। কে হে ? বন্ধু নাকি, এ রন্ধুরের বেলা
মেলা কি বক্চো হে, কেন এত রাগত কেন ?

● কুলপা। বলি, তাই তোমার দেশের খুরে দণ্ড-
বৎ, এমন দেশ কোথাও দেখি নাই।

কুলধ। স্বার্থ তাই, এদেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া
যায় না ; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে
শুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে ভেঁতুল, দেশে থাকাই
দুঃসাধ্য।

কুলপা। না, তা না হে।

কুলধ। তবে, দেশের প্রতি এত ত্যক্ত কেন ?

কুলপা। আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু
বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কাক হয় না, সংসার
করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া
থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না। তা বিলম্বই বা
কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ঋয় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ
দিব ? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নির-
পরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে, তাই
তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে
কেমনে বিবাহ দি ? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ
দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব ?

কুলধ। হাঁঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এ
দেশে কেবল দ্বৈষ বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো
বড়, বড় হয় নাই, তাদের কতো বয়েস্ হয়েছে ?

কুলপা। বয়সের কথা কি বলিব তাই, বয়স্

কোথা? বড় কছার অছাবধি ৩২। ৩৩ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই; মধ্যমটির ২৬। ২৭। তৃতীয় কন্যাও ১৪। ১৫; আর আমার যে কনিষ্ঠা কছা সে অতি শিশু, বাছ। এই গত পৌষে সবে আট বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধ। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়েসে তুমি তাদের যে দিও না, দেশেজ্ঞোকে কথায় কি করে; আমারে অমনি নিন্দে কळे; আমার একটি মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক, বেটারা কি করবে।

কুলপা। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই?

কুলধ। বয়েস বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি ঝুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হয়েছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে তার বড়পিসীর বইসী।

কুলপা। তা ভাই আমি তথাপি দেশীয়দিগের হেবে ও ত্রাক্ষণীর আদেশে স্বয়ং পাত্রাহ্বেষণ করিতেছি এবং অনুভার্য্য ও শুভাচার্য্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারগ, কিন্তু আমার ছুরদুই দোষে অছাবধি তাঁহারাও প্রত্যাগত হইতেছেন না, অন্য প্রভূষে গাজ্রোস্থান করিয়া তাঁহাদিগের অব্যবধে

পর্যটন করিতেছি । আঃ কি ক্লেশ ! সংসারাত্মম
মাদৃশ ব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান । এই
সংসার-কালরাত্রিতে কতই দুঃখ-দুর্দিন, কিন্তু সুখ-
খদ্যোত অতি অল্প । আমি অত্র প্রাতঃকালাবধি ভ্রমণ
করিয়া কি সামান্য পরিশ্রান্ত ও আতপক্রান্ত হইয়াছি ?

কুলধ । চল ভাই, এখন ঘরে যাওয়া যাউক,
অনেক বেলা হয়েছে ?

কুলপা । (উর্দ্ধবিলোকন করিয়া) একি মধ্যাহ্ন
কাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে
আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত
হইয়াছেন ? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর-
কিরণে নিতান্ত ক্রান্ত পান্থ লোকেরা সম্ভ্রাম শাস্তি
নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন
করিয়া নিদ্রাভঞ্জন করিতেছে । মহীকহচর একান্ত
পবনপাতবিরহে সজ্জনমানসের ত্রায় চাপল্য পরি-
ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে । বরাহ-
গণ পলুলপক্ষে সর্বাদ্ব নিলীন করিয়া রহিয়াছে ।
কুররীকুল তকমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে
রোমস্থ করিতেছে । ভিক্ষোপজীবীরা সাতিশয় বুভু-
ক্ষয় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে
সঞ্চারণ করিতেছে । গৃহিগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত
হইয়া কুখা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । কুল-

বধূরা সুমধুর শাকস্থপাপুপাদি নানাবিধ ভোজনীয়
বস্তু প্রস্তুত করণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে ।
অপ্রবাসীরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া
কপূরপুরসুবাসিত তাম্বুল-পূরিত মুখে সুখে পরিজন
সহ আলাপন করিতেছে । প্রবাসীরা জঠর-জ্বালায়
ব্যাকুল হইয়া দেহধারণমাত্রোপযোগী দ্রব্যের
সংযোগ করিতেছে । সম্পন্ন ব্যক্তির মনোরম্য হর্ম্য
মধ্যে পয়ঃক্ষেণনিভ পর্য্যকোপরি পরিচারিকা-
করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত আমীলিত
লোচনে ঐশ্বর্য্যমুখ আশ্বাদন করিতেছে । অতএব
এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি !
গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম সম্পন্ন করি । অথবা
এই ক্রেশ নিতান্ত অসহ্য নহে, যেহেতু ;—

তপতু তপন এষ ক্রেশলেশোহপি নান্মা-

দ্বহতু চরণদেশে ভূমিরন্মাচ্চ কিম্বা ।

বিষমবিষয়চিন্তাত্যস্তসস্তাপিতানাং

প্রচুরমপি হি দুঃখং বাহুম্পং বিভাতি ॥

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে ।

নাহিক ক্রেশের লেশ আহি মনস্তাপে ॥

আন্তরিক চিন্তা মদা গ্রাস করে যারে ।

বাহুদুঃখ তার আর কি করিতে পারে ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক



শুভাচার্য্য ও সূধীরের প্রবেশ ।

সূধী । তার পর মহাশয় ?

শুভা । নিজাতীক্ৰমিকাতচেতা বিনেতা ।

পুরানীশ্মহীপো মহানাদিশূরঃ ।

প্রতীচীদিশঃ পঞ্চ বিপ্রান্ সূধীরান্

সমানীতবান্ যঃ স্বয়ং যজ্ঞযোগ্যান্ ॥

সেই আপন অতীক্ৰ দেবাভিনিবিক্ৰমনা আদিশূর
রাজা কাণ্ডকুজ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে
নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন । তাঁহার সদারভূত্য
হইরা সমাগমন পূর্বক বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ
আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গোড়ভূমিতে বসতি
করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা
বিস্তৃত হইলে বজ্জাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব
কুলপ্রথা প্রচার করেন । যথা ; “শাণ্ডিল্যগোত্রে
ডট্টনারায়ণ বংশজাত আদিবরাহ বন্দ্য, কাশ্যপগোত্রে
দক্ষবংশপ্রসূত সুলোচন ডট্ট ; তরঙ্গাজগোত্রে ত্রিহর্ষ-
বংশোৎপন্ন ধুরন্ধর মুখরী, সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ত-

বংশোদ্ভব বীরব্রত গান্ধলী ও সুধীর কুম্ভ , বাৎস্য-
গোত্রে ছান্দড়বংশ সম্ভূত সুরভি ঘোষবাল কবি
কাজিলাল ও রবিপুতিতও । এই অষ্টবিধ মুখ্য কুলীন
এবং 'ঐ' সকল গোত্রজাত ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি
ঐ সকল ব্যক্তির বংশসম্ভূত গোণ চতুর্দশপ্রকার
শ্রোত্রিয়, এই দ্বাবিংশতি প্রকার কুলীন ; আর অন্য
অন্য কতিপয় শ্রোত্রিয়, প্রথমত বজ্রাল ভূপাল কর্তৃক
বিত্ত হইয়া, পরে লক্ষ্মণসেন পূর্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ
কুলীনদিগের উনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন,
অনন্তর দেবীবর কুলিয়া, খড়দহ, বজ্রবী, সর্কানন্দী
প্রভৃতি ষট্‌ত্রিংশৎ মেল করিয়াছেন ।”

অনুভার্য্যের প্রবেশ ।

অনুভ । আঃ কে হে ও—এত বকে কেন ? মাথা
ধরিল যে ।

সুধী । ষটক মহাশয়, পলায়ন করা উচিত, ঐ
আসিতেছে ।

শুভা । কে ও আসিতেছে ?

সুধী । আরাতি জাতিকুলবিপ্লবধুমকেতুঃ

সেতুর্বিবাহষটনাসুধিপারহেতুঃ ।

অর্ধামিষাৰ্ধমনপেক্ষিতধর্মকর্ম্য

চূড়ামণির্বিভববাগনৃত্য্যশর্ম্য ॥

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু ।
 বিবাহ নিকাহ বিধি জলধির সেতু ॥
 অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্মকর্ম্ম ।
 চুড়ামণি মিথ্যাবাদী অনুতর্ষ্য শর্ম্মা ॥

শুভা । আসিলই বা, তার ক্ষতি কি ?

অনু । আঃ গোবিন্দ, গোবিন্দ, কি কষ্ট, এই
 সাতিশয় আতপতাপে তাপিত ও পঞ্চপরিশ্রান্ত
 হইয়া নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহ্বারাব-
 সানে শয়নমাত্রেই অতিমাত্র-পরিশ্রম-জনিত নিদ্রা
 আমার লোচন গ্রাহিণী হইয়াছে, ইতিমধ্যে কাহার
 এই কর্ণ-কুহর-ভেদী কোলাহল রব ? আমার অপক
 নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল ! কস্তুং, কে হে তুমি ?

শুভা । আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রি-
 পুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, সুগৃহীতনাম,
 আর্ষ্য কুলাচার্য্যের পুত্র, পশোর সম্বান । আপনি কে ?

অনু । অহং ষটক ; অনুতর্ষ্য চুড়ামণি । তোমার
 পিতামহের নাম কি হে ?

শুভা । মহাশয় ! আপনি ষটকচুড়ামণি, আপনার
 অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন ।

অনু । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে।—বাপুহে
 তোমার বংশাবলি ও আমার নয়নপথে রহিয়াছে,

আমরা তেমন ঘটক নই, কাকিজুকি নাই । চণ্ডীপুরে
কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কিনা ?

শুভা । বলুন শুন যাউক ।

অনু । সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির
পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইএর
পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান ; রাম-
রামের পুত্র গোকুল চন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর
ও গঙ্গাধর ; তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান, শঙ্করের পুত্র
শ্যামসুন্দর, তাঁহার পুত্র বৈষ্ণনাথ, তিনিও নিঃসন্তান ;
অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই । কেশবের
পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে
গৌহাটীতে বাচী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র
মাধবচন্দ্র তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের
পাঁচ পুত্র—শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মা-
চার্য্য ও কুশলাচার্য্য, সেই কুশলাচার্য্যই তোমার পিতা-
মহ, কেমন হইয়াছে কিনা ? আমি কি জানি না
“পঞ্চ গোত্র ছাপন্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই”
আমার অবদিত্ত কোন্ বর আছে ?

শুভা । আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে
ইচ্ছা করি ।

অনু । আঁ, কি বল্যে হে ? কালি রাজে নিদ্রা হয়
নাই, বড় গ্রীষ্ম ।

শুভা। মহাশয়ের পিতার নাম কি ?

অনু। বড় মশা।

শুভা। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র ?

অনু। অধিক দিন হইল আমার পিতৃঠাকুরের
পরলোক হইয়াছে।

শুভা। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহ-
লোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা
করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন ?

সুধী। বিলম্ব করুন, অধিক দিন তাঁহার কাল
হইয়াছে, তাই নামটাও বুঝি ভুলে গে থাকিবেন, স্মরণ
করুন তবেত বলিবেন, তাড়াতাড়ি করিলে কি
হইবে ?

শুভা। ইনি এমনি ঘটকই বটে, নিজ পিতৃনামও
বিস্মৃত হন ! কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম
ইহার মুখাগ্রবর্তী-সে সময়ে একটাও ঠেকে না।

সুধী। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা
কি ? যাহা আইসে, একটা কহিলেই হয়।

অনু। হাঁ, এঁদের আবার এই যে বক্তৃতা শক্তিও
আছে দেখি, (সক্রোধে শুভাচার্য্যের প্রতি) তুমি
কোন ব্যবসায়ী ?

শুভা। আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।

অনু। (সগর্বে) হুঁ, তুমিও ঘটক ! (স্বগত) একে

না তাড়ালে হবে না (প্রকাশে) ভাল ভাল, বল দেখি
ষট্কে লক্ষণটা কি ?

শুভা। আটক কি ? আপনকার নিকটে পরিচিত
হওয়া উচিত বটে, তবে শুনুন ;—

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা ।

দুষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ষটকাঃ স্মৃতাঃ ॥

অনু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (শব্দে হাসিল)

শুভা। মহাশয় ! পরিহাস করিবেন না, আর এক
লক্ষণ কহিতেছি, শুনুন ;—

কে নো বিদন্তি পুষ্কয়াঃ পুষ্কযানুপুক্ষী-

মুক্ষীতলে কুলভূতাং কুলবর্তনং বা ।

অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং

জানন্তি তে হি ষটকা নতু যোজকাদ্যাঃ ॥

অনু। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি ! আ, গোবিন্দ,
গোবিন্দ ! কেবল কতকগুলি বকিলেই কি হয় ? এতো
হাড়িঝী চণ্ডীর পূজার মন্ত্ৰ ।

শুভা। চুড়ামণি মহাশয় ! কুলদীপিকাতে বাহা
লিখিত আছে, আমি কহিলাম, আপনি অগ্রাহ্য করি-
লেন, ভাল আপনিই বলুন ষট্কে লক্ষণ কি ?

অনু। হাঁ, বাপুছে পথে আইন, আমার নিকটে
শুনিবে ? শুন ;—

প্রবন্ধনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন
ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ ।

না পাইলে বলে কটু স্বেদর পূরণে পটু
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ ॥

বাচাল আচার ভ্রষ্ট জাতি কুল করে নষ্ট
দুষ্ঠমতি মুখের প্রবর ।

বিবাদে নারদ সম মূর্ত্তিমান্ যেন তম
হয় নয় বল সুধীবর ॥

বেঙ্গিক পুরাণে মাংলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ
লিখিত আছে ; তা বাপুহে, এ সকল জানুতে হয়,
এ সকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক
হইলে হয় না । আমি এ সকল শিখিয়া ও এ লকস
গুণে ভূষিত হইয়াই “ঘটক চুড়ামণি” নামে খ্যাত
আছি । আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি
সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্তকন্যা চালায়েছি ; শুদ্ধ
শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয়কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে
বৈষ্ণব কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তীর সম্মানে পদ্মরাজহুহিতা
ঘটায়েছি ; আর কাশী, খোঁড়া, অন্ধা, আতুর, এ সমস্ত
ত আমার শরীরের আভরণ । এই ১৪ই মাঘে খাড়ী-
বাটীর কচিরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর
বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া
মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপ-

রূপ চাতুর্য্য যে, এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন
কোথার অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটনা
কালি দেখাও ? ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,
তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে ?

শুভা । যাঁহার কুল আছে, তাঁহাকেই কুলীন
কহে, কুলের লক্ষণ শুনুন ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

অনু । আঃ কি আপদ; না বাপু, আর তোমার
বিদ্যা প্রকাশে কাজ নাই, বুঝিয়াছি; তুমি কাহার
নিকটে পড়িয়াছ ? হা রাম, এতো বয়স্ হইল, কিছুই
কর নাই ! গোবিন্দ, গোবিন্দ, একি ? বয়স্ এটাও
এক দিন বলিলে বলিতে পার । যথা ;—

বলদং লাক্ষলং যৌলং কর্দ্ধমং মইকর্বণম্ ।

হ্যাঁচাং ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাল্ডে লক্ষণম্ ॥

ইহা কথঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, কলঙ্কঃ
কুলের লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্তমান
রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলের শ্রায়িক লক্ষণ এই ;—

দাঁড়িয়া প্রস্তাব করে নিবাস খণ্ডরঘরে

মাদকেতে আমোদ বিস্তর ।

সজ্জার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আট্কা বন্ধ

সদামঙ্গ পূর্ণ কলেবর ॥

মুখে সদা বেরিগুড় তুড়ি দিয়া বলে হুট

হাস্য আশ্রয়ে দোষে সাধু জনে ।

বড় তত্ত্ব পাঁচালিতে কে আঁটিবে বাঁচালিতে

এই নয় গুণ লও গণে ॥

ওহে বুড়ন ঘটক ! শুমিলে, বুঝিয়াছ ? না আমার বাগ্ম্যুজ্জ্বল তোমার বুদ্ধির ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অতীষ্ট সিদ্ধ হয় না । এখন যাও, ভাল লোকের নিকট কিছু কাল মনোযোগ পূরক পাঠ করিয়া পরে ঘটকালি করো ।

শুভা । (জনাস্তিকে) ওহে তাই সুধীর ! একি ?
উঃ বেটা কি দান্তিক ! বোধ হয়, দস্তই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহা-মাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে ! প্রাচী-
নেরা কহিয়া থাকেন “বৈয়াকরণকিরাতাদপশকমৃগাঃ
ক গচ্ছন্তুঃ । যদি ঘটকচিকিৎসকবৈতালিকবদনকন্দরা
ন স্যুঃ ॥” ইহারাই সর্বদা অশুদ্ধ কহিয়া থাকে । এই
হস্তিমূৰ্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের
অনুধা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভা-
বনা ।—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

রোষাদিদোষবসভেরসতঃ প্রচণ্ড-

স্বস্থস্য সৰ্ব্ববিনরাশুমকস্থলস্য ।

মুখস্য দুঃখকরদর্শনভাবণস্য

ক্রুরাত্মনোহি ত্র ভুবনে কিমকার্য্যমস্তি ॥

বিনয় জলের মক দুঃখ দানে কণ্ঠাতক

অসত অশেষ দোষ বার ।

প্রচণ্ড স্বভাব ধারী ক্রুর মুখ বলে তারি

অকার্য্য কি আছে বল তার ॥

অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত ।

(প্রকাশে) যে আত্মা মহাশয় ! একণে আমি আর
কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে বাই ।

[সুধীর ও শুভাচার্য্যের প্রস্থান]

অনু । আঃ রাম বল, আপদ গেল—নিষ্কণ্টক
হইলাম ; অথবা আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে কি
অন্তের আর প্রভুত্ব থাকে । এখন স্বকার্য্যসাধনে বহু
কল্পি । (পুরোভাগে অবলোকন করিয়া) হাঁ এই যে
চিন্তিতান্ত্রিকরণে বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছেন ।

কুলপালকের প্রবেশ ।

কুলপা । (স্বগত) হা বিধে ! আমার কি পূর্ব-
জন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল ! কি ক্রেশ !
কত দিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন ;

কবে আমাকে চিন্তাবিহীন করিবেন ; শাস্ত্রে কথিত আছে “চিত্তা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী । চিত্তা দহতি নিজীবং চিন্তা দহতি জীবিনং ॥” আর মনুষ্যদিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেকা ক্লেশদায়ক কেহই নয় । আমি কতাতারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিন-করের ন্যায় চিন্তায় ক্লিণ্ণকায় হইতেছি ; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন ; কবে কুলস্বপ্ন করিবেন ? আমি, বহু দিন হইল, যে অবটন-ঘটনা-পটু ঘটকদ্বয়কে ঐ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি ? (সম্মুখে দেখিয়া প্রকল্প মুখে, প্রকাশে) এই যে ঘটক চূড়ামণি মহাশয়;—আসিতে আস্তা হয়। মহাত্ম্যব্যক্তির শরীর সর্বদা স্বেপার্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধি-ব্যাদির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্ঠাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আপনাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি,—মহাশয়ের শরীরের কুশল ?

অনু । হাঁ, তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্বাদীন মঙ্গল ।

কুলপা । আপনকার যে অসাধারণ স্নেহ আছে, তাহাতেই বোধ হইতেছে, আপনি আমার বিষয় বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন ।

অনু। (স্বগত) আগে যটকালিবিদ্যায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে সংবাদ দি ? না, আগে যটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিস্মৃত হই নাই, কত্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিস্ময়জনক হইয়াছে। তোমার নিদেশে অশেষ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়।

কুলপা। (সবিষাদমনে) তবে এক্ষণে উপায় কি ? কত্যাদিগের কি বিবাহ হইবে না ?

অনু। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্যই হইবে। আমি তোমার অনুরোধে অনেক ক্রেশ স্বীকার করিয়াছি, বিস্তর পর্যাটনে এক পাত্র পাইয়াছিলাম, সে সর্কণ্ডণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে ? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি, কিন্তু সে বড় কঠিন কর্ম, ব্যয়বাহুল্য করিতে হয়। আর আমারও সাতিশর আয়াস, অতএব তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? দেখা যাউক যাহা হয়।

কুলপা। কুলার্চাধ্য মহাশয়। আমি আপনাকে এক শত সুজা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না। পাত্র কেমন, কোলীন্ড যান্য কি প্রকার, বলুন ?

অনু। (স্বগত) কি ? আমি যাহা হির করি,

ভাহাতে আবার দোষের আশঙ্কা ? বিষ্ণুঠাকুরের
বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র, কুলের মুখটী, বর্তমান
কুলীনদিগের প্রারিক যে সমস্ত গুণ আছে তাহার
চতুর্গুণ গুণে ভূষিত, কিন্তু আমি একটা কথা এ সময়ে
কহিরা রাখি, নতুবা শিববিবাহ নিরীহ কারক নারদ
ঠাকুরের ন্যায় যেন পরে আমি অনুযোজ্য না হই ।

কুলপা । আজ্ঞা ককন্ ।

অনু । বরের কিঞ্চিৎ বরোধিকা, আর এমন অধিক
বরসই বা কি ? সেই যতীর বৎস এই যতীবৎসরে পদা-
র্পণ করিয়াছে । বাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের
জামাই শিব ঘটিয়াছে । অতএব তুমি সেই সর্বগুণা-
লঙ্কৃত কুলীন মহারথি-কুমারে কুমারী প্রদান করিরা
চরিতার্থ হও ।

কুলপা । যে আজ্ঞা মহাশয়, দিনাবধারণ ককন ।

অনু । আগামি দিবসীয় যামিনীতে বিবাহ হইবে ।

কুলপা । এক ব্যক্তি গ্রহচার্য্যকে আহ্বান করিলে
তাল হয় না ? তাই ককন, আমি ততকণ একটা কৰ্ম্ম
সেয়ে আনি । (গ্রহান) ।

অনু । তাল কতি কি ? (নেপথ্যাতিমুখে)
আচার্য্য ঠাকুর কোথা, গৃহে আহ ?

গ্রহা । ওঁ নমঃ স্রীস্বর্গ্যায় । অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায়
নিপুণায় গুণাশ্রয়ে । সমস্ত লগ্নসাপারসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

অদা ওরা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অন্নুয়াধা নক্স,
যাত্রা নাশ্তি । কে গো আমাকে ডাকিলে ?

অনু । আমি ; একটি বিবাহের উত্তম দিন দেখিয়া
দাও ।

এহা । (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয় ! ২২শে
বৈশাখ উত্তম দিন আছে ।

অনু । (স্বগত) এ কি আপদ হইল, কুলীন কন্যার
বিবাহ তাহার আবার দিন ? বিলম্ব হইলে বরের
গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া
দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলে, ঘটকালি বিদায়ের
সঙ্কোচ হইবে । অতএব কপটতা প্রকাশ পূর্বক
এহাচার্য্যকে প্রভারিত করি । (প্রকাশে) কি হে
এহাচার্য্য ! কি বলিতেছ ? ২২শে বৈশাখ কবে ?

এহা । এই বর্তমান বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির
পূর্ব দিবস ।

অনু । সব অশুদ্ধ । এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই ;
কেবল পৌষমাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে
এতাবস্থায়, আর ত্রিরাশপুরের পঞ্জিকায়তে তাহা
অরক্ষন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে,
তন্নিম্ন অল্প সংক্রান্তি ত দেখিতে পাই না, তুমি
সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে ? সে দিনে কি
আপনিই সংক্রান্তি হইবে ?

এহা। মহাশয়। আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন ?

অনু। না না, তুমি কি উপহাসের যোগ্য পাত্র।
তাল, যাহা কহিয়াছ; বিন্দুতিক্রমেই হইয়া থাকিবে, ও কথার আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি, আজ কি বার ?

এহা। অত্র শনিবার।

অনু। (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ শনিবার ত সকলি জানে, শনিবার কত কণ আছে ?

এহা। এ কি, তাল লোকের নিকটে আসিয়াছি। শনিবার আবার কত কণ থাকে ?

অনু। দূর বেটা, গণ্ডমূৰ্খ পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিন্ না ? অত্র শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গলবার হইয়াছে।

এহা। আপনি কি অনবধানতার কহিতেছেন ?

অনু। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা ? আমি সর্বশাস্ত্র এককালে উদ্‌ঘাপন করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে “শনি-মঙ্গল বার, দিনে দিনে বার,” দেখ্ দেখি শনি মঙ্গলবারের বৌদ আছে কি না ? তুই বেটা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানিস, আর কেহই কি জানে না ? গণ্ডা গণ্ডা খনার বচন আমার কণ্ঠার কণ্ঠার রহি-

রাছে, তুই চাড়ে ছাড়বো, শুনবি? “শনি রবি
মঙ্গলের গুঁড়া, কি কর বলিয়া স্বপ্নের খুড়া। দশ তিন
তেরো এক, পেটের ছেলে গুণে দেখ। সাত ছয় এগার,
তিন নয় তের ॥” এ সকল ছাড়া কাকচরিত্র গ্রন্থে
আমার ব্যুৎপত্তি আছে কি না শুনবি? শোন,
“কাগাতো কাগা, মড়ার মুণ্ডে দিয়া পা, ডেকে বলছে
কেলে মা।” শুনলি? যা বেটা তোর সঙ্গে বিচারে
প্রয়োজন নাই, কাল রাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে
কি না, তুই তাহাই বলে যা।

এহা। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না
মহাশয়! কল্য দিন হইবে না।

অনু। (কিরিয়া) কল্য কি সূর্য্যোদয় হইবে না?
দিন হইবে না কেন? এ বেটা বাতুল নাকি?

এহা। (ঈষৎক্রোধে) আমি বিবাহের দিন হইবে
না, বলিয়াছি।

অনু। আঃ কি বিপদ, ওরে মুখ! বিবাহ কি
দিনে হয়?

এহা। না না, তা নয়, কল্য বিবাহের মকদ্দ
নাই, তাহাতেই বলিয়াছি, কল্য নিশাতে বিবাহ হইতে
পারে না।

অনু। এ বেটা রাইতুকানা নাকি? এ কক পকের
রাত্রি, কল্য তুই আমার নিকটে আসিস, তোকে

আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্ একটাও কি বিবাহের হইবে না ?

এহা । কল্যা ; সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে ?

অনু । (স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি ? অতএব ইহাকে বাকহলে প্রভারিত করিয়া স্বকর্ষ্য সাধনে চেষ্টা করি । (প্রকাশে) আঃ কি অশুদ্ধ কহিলি ? সপ্তশলাক কিরে মুখ ? সপ্তশলাকা বল, বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে সহস্র শ্লাঘা আছে, তুই কি সপ্তশলাকা দেখিতেছিলি ?

এহা । কল্যা দশযোগ তত্ব ।

অনু । কোথা গেলেন মহাশয় ! শুনিলেন না, এই যাদুলিক কর্তৃক অনেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, কিন্তু এ বেটা অধমুলে, যোগতত্ত্বের অনুসন্ধান করে ।

এহা । কল্যা সুতবেধ ।

অনু । আঃ, কি পাপ ! এতো সুতরি কর্ণ ।—তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবে না ।

এহাচার্যের আহার ও কুলগালকের প্রবেশ ।

কুলপা । কি মহাশয় ! কল্যা কি দিন নাই ?

অনু। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ! আপনি এই অজ্ঞ দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আমরা যটক বটে, তথাপি নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখি, বিশেষতঃ নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, কল্যা উত্তম দিন, এবং শতসতস্র বিবাহ কল্যা হইবে। আর আপনিই বিবেচনা করুন, যদি কল্যা উত্তম দিন না হইত, তাহা হইলে, এতদেশীয় রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না। অতএব যে দিনে রাজারাজ্জার কৰ্ম্ম কাণ্ড করে, সেই দিন ‘মঙ্গ’ যে কহে, সে অতি মুখ। তাহার কথা কখন গ্রাহ্য নয়।

কুলপা। মহাশয় ! ভাল, দিনের কথা দূরে থাকুক, একগ ড্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত লীজ কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি ?

অনু। আয়োজনেরই এত বাহুল্য কি !

কুলপা। বরযাত্র, কন্যাযাত্র ও পুরোহিত প্রভৃতি, এ সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে।

অনু। অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরহিত্যপ্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্য কৰ্ম্ম, তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

কুলপা। (সহাস্র বদনে) তবে নাপিতের কৰ্ম্মও কি আপনি করিবেন !

অনু । আপনি একগে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্যোগ দেখুন । “শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি” মঙ্গল কার্যে অনেক বিঘ্ন ; যত্বপি সে বর হাতছাড়া হয় তাহা হইলে বড় বিত্রাট, তাহা ঘটবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক ঐ সন্ধানে ফিরিতেছে ।

কুলপা । (সত্যে) যে আজ্ঞা মহাশয় ! আমি আরোজনে রহিলাম, আপনি কল্যাণ পাত্র লইয়া সজ্বর আসিবেন, একগে বাটীতে যাই বেলা নাই, সন্ধ্যা হইল, দেখুন—

আগ্নেয়পিওইব চণ্ডকরে প্রতীচী
পাখোনিধেঃ পততি পাখসি পুষ্করাস্তাং ।
তুর্গং ততস্তিমিরসমুতিকথিতং
ধুমাবলী ত্রিভুবনং কবলীকরোতি ॥

গগন হইতে রবি অনল সদৃশ ছবি
পড়িল পশ্চিম জলধিতে ।

তাহা হতে ধূমাকার অতিগাঢ় অন্ধকার
উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে ॥

অতএব একগে আপনিও নিজ নিকেতনে গমন
ককন ।

(উভয়ের প্রস্থান) ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণী । (অপকনিদ্রা-কষায়িত লোচন উত্তরকরে
মার্জ্জন করিতে করিতে)

আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে ।
শরীর সুড়াবে যোর জামাই দেখিয়ে ॥
চির কাল যত সাধ ছিল যোর মনে ।
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে ।
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি ।
নানা রঙ্গ রস কথা কবে মৃদু হাসি ॥
কার্যের ছলনা করি থাকিয়া সেখানে ।
শুনিব জামাই বেটা কত কথা জানে ॥
যখন জামাই এসে বসিবে বাহিরে ।
ধিরে ধিরে যাব আর চাব কিরে কিরে ॥
স্নেহ করে নানা দ্রব্য জুটায়ে আনিব ।
যদি সব না খায় মাখায় দিব্য দিব ॥
শাশুড়ী হইয়া বসি ঘোমটা টানিব ।
হিটা কোটা তন্ত্র-মন্ত্র কতই ছাড়িব ॥

ভেড়া করে সে বেটারে রাখিব বাড়িতে ।

যেন আর নাহি চার ঘরেতে যাইতে ॥

এ সবেতে যবে বশ হইবে জামাই ।

আর কি থাকিবে তবে সুখের কামাই ॥

(চক্ষু কন্মীলন করিয়া) এ কি, এত বেলা হয়েছে ও
মা কি হলো ? আজি আমার নানান্ কন্ম । আজি কি
এতো বেলা পশ্চাত্ত যুমবার সময় ? কিন্তু যুমেরও দোষ
নাই, সমস্ত রাত উষ্ম্যুগ সংযুগ কতো জেগে ছিলাম,
যেমন ভোর বেলা পড়িচি অমনি মরে যুমিইচি, তাই-
তেই অনেক বেলা হয়েছে ; তা এখন আমি কি
করি ? অনেক কন্ম । আগে কি অধিবাসের বরঙালা
সাজার, কি পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্ৰণ কতো যাব,
কি অন্য কোন কন্ম কর্বো ? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) না এ
সব পরে হবে, আগে মেয়েদের ডেকে এ সম্বাদ বলি,
তাদের ‘বে’ তাঁরাও এখন টের পায়নি । লোকে
বলে “ওট ছুঁড়ি তোর বে” আমার মেয়েদের কপালে
তাই ঘটছে, (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো মেয়েরা
সকল !

জাহ্নবি শান্তবি আর কামিনি কিশরি ।

এস এস কস্তাগণ সবে দ্বরা করি ॥

জাহ্নবী ! যাই ।

শান্তবী । কেন মা ?

কামিনী । ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা ?

ব্রাহ্মণী । ওগো, শুনে গো তোরা শুনে ।

জাহ্নবী শান্তবী ও কামিনীর প্রবেশ ।

জাহ্নবী । ওমা, কি ?

শান্তবী । ওমা কেন ডাকি ?

কামিনী । ওমা, কেন কেন বাবা কি ডাকছেন ?

ব্রাহ্মণী । (পরমাহ্লাদে)

এত কালে প্রজাপতি হলো অনুকূল ।

কুটিল ভোদের বুঝি বিবাহের কূল ॥

জাহ্নবী । ওমা, কি বলি ?

শান্তবী । ওমা বুঝে পালোয় না ।

কামিনী । ওমা, কি বলনা মা, আবার বল, বল
বল ।

ব্রাহ্মণী । ওগো, ভোদের 'বে' হবে গো, 'বে'
হবে ?

জাহ্নবী । (সবিবাদে)

জাহ্নবী যাইরা বুঝি জাহ্নবীর ঘাট ।

পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট ॥

বরযাত্র ভাহে যাত্র যমরাজ দূত ।

বাসর শয়নস্থ হবে অনুভূত ।

শান্তবী । (আশ্চর্য্যাবিতা)

শান্তবীর 'বে' এ যে অসম্ভব কথা ।
কুলীনকুমারী যোরা 'ঘর' পাব কোথা ॥
বল্লাল বিহিত কুল অকুল সলিলে ।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে ॥

কামিনী । (সোৎসুক)

কি বল্লি কি বল্লি মা গো সভ্য করি বল ।
শুনিলি এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল ॥
কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর ।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর ॥
বরের বয়স্ কত দেখিতে কেমন ।
যা হোক হলেই হয় এই আকিঞ্চন ॥

ব্রাহ্মণী । হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা
কথা কৈনে ।

জাহ্নবী । ওমা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে
মা ? আমি ত বৈবনে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি, আর
কত কালই বা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়েসে খেড়ে
রোগ ।

ব্রাহ্মণী । বাছা ! এমন কথা বলতে আছে !
কিসের বয়েস ? কটি হলে, যেটের বাছা, বড়ীর দাস ।

শান্তবী । যা ! আমাদের 'বে' হবে তা বজাল ত
টের পাবে না ?

ব্রাহ্মণী । টের পোলে কি হবে ?

শান্তবী । (সজ্জতক্ষে) টের পোলে সে টের
পাওয়াবে ; সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে, "হেঁতুর
পরব্ নাই ।" তেমনি বজাল বলে "কুলীন বামণের
মেয়ের কপালে বে নাই ।" তা দেখিল্ সাবধান
সাবধান ।

ব্রাহ্মণী । বাছা, এখন কি বজাল আছে । সে যে
অনেক দিন মরেচে ।

শান্তবী । সে মলে কি হবে যা ! তাচেয়ে তার
চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচে, দেখিস্ ।

ব্রাহ্মণী । তোদের ভয় কি যা ! আমি কুলরক্ষা
কর্বো, কুলীন বর এসেচে ।

শান্তবী । (সবিবাদে) ওমা তুই কি কুলরক্ষা করি,
তবে জাতি রক্ষা কে কর্বো যা ?

ব্রাহ্মণী । (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
ওমা শান্তবি ! তোর এ কথা'র উত্তর কি দিব ? তার
নিমিত্তে আমি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম, সেই
মিসেরে, বলি " হেঁদে ভাল বর দেখে মেয়ে গুলোর
বে দিস্ " তা বাছা, আমি বলো কি হবে ? কে 'কুল'
খোঁজে, বলে 'কুল' থাকুলেই সব থাকে' । আরো দেখ্,

মেয়েদের জাত রক্ষা, প্রথমে মা বাপ করে ; মা বাপ না করিলে, রাজা ; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোক্কের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে ! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্ম্মে হাত দেন না, অভাগ্য আর কি ! পূর্বে এক রাজা ছিল তার নাম 'বল্লাল' সে মিশে সকলের জাত নষ্ট কতোই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাত যার বিধাতারও এই ইচ্ছে, সেই ত ঐ জনো বল্লালে মিশেকে রাজ্য দেয়। তবে মা, বাপ, রাজা ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাতনষ্ট কতো বসেচে, তখন জাত রক্ষা আর কে কর্বো মা ? শান্তবি ! কমা কর, জাতরক্ষার কাজ নাই, কুলরক্ষায় সন্মত হ—আবার কেন নিশ্বাস কেলে অধোমুখে রহিলি ? কি কর্বো, মনোদুঃখ করিস্ নি। বাছা কামিনি ! তুই যে কোন কথা কচ্চিস্ নে ?

কামিনী। না মা, তোর কথার আর বিশ্বাস নেই, তুই এমন করে আমার কতোবার ভুলেয়েছিস্ ।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল ।

কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল ॥

ঘোবন দুঃসহ তার সহিতে না পারি ।

একেত অবলা বালা তাহে কুলদারী ॥

বিকল বিকলে যার যৌবন বহিয়ে ।
 কত পাপে হইরাছি কুলীনের মেয়ে ॥
 লাজ আসে এ কথা কহিতে তোর কাছে ।
 কাস্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে ॥
 বসন্ত অশান্ত বড় ছুরন্ত নিভাস্ত ।
 বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥
 জুটিল বিরহিম্ন কুটিল বকুল ।
 জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥
 ছুটিল কন্দর্প বাণ কুটিল গমন ।
 ঘটিল বিপদ বড় লুটিল ভুবন ॥
 জরজর হলো তনু কোকিলের রবে ।
 কেমনে এমন কালে জাতি কুল রবে ॥
 আয়ুল মুকুল সুশোভিত সহকার ।
 সহকার হয় আসি মদন রাজার ॥
 কামীর হৃদয়রাজ্য করি অধিকার ।
 অধিকার বাঞ্ছা করে শাস্তি নাই তার ॥
 এমন ছুরন্ত কালে জ্বলি কামানলে ।
 তিন কূলে কেহ নাই দুটো কথা বলে ॥
 সহিতে না পারি আর কর গো উপায় ।
 কত কাল ভুলাইয়া রাখিবি আমার ॥

ব্রাহ্মণী । না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো
 সত্যি ।

কামিনী । ও মা ! সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে ? বাসা দিহিস্ কোথায় মা ? চুপি চুপি দেকতে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা ?

ব্রাহ্মণী ! না বাছা, শুভ দিষ্টি হয় নাই, এখন কি দেকতে আছে ? পরে দেক্‌বি, এত উতলা হইস্ কেন, তোদের ছোটো বোন্‌ আদরিণী কিশরী কোথায় রে !

কামিনী । সে রক্তিণী সন্ধিনীগণসঙ্গে পূবপাড়ায় খেলতে গেছে, এখনো আসে নাই ।

ব্রাহ্মণী । এক বার ডাক দেখি বাছা তাকে ।

কামিনী । (পূর্বমুখে) ওওও কিশরীইইই ! কিশরীরেএএএ—! না মা, সে ডাক শুন্‌লে না, তার এখন কায় নেই, আমারই আগে হোক্‌, তার পর তবে তার হবে ।

ব্রাহ্মণী ! আঃ বাছা, ডাক আর একবার, ছোট ভগ্নী হয় ।

কামিনী । (পুনর্বর চীৎকার রবে) ওওও কিশরী-ইইই ! কিশরীরেএএএ ! পোড়ারমুখী, লীড়ি আর । কিশোরী । যাই গো যাই ।

কিশোরীর প্রবেশ ।

কিশোরী । কেনা আমার ডাকলে ?

কামিনী । মা ডাক্‌ছে ।

কিশোরী । কেন মা আমার ডাকলে ?

ব্রাহ্মণী । তুই কোথায় গেছলি ? দেখতে পাইনে কেন !

কিশোরী । ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেলতে গিছিলাম ।

ব্রাহ্মণী । না বাছা, আর এমনু ঘেরো না, ডাগোর ভোগর হুচ্যা আর অমন কি যেতে আছে ? লোকে যে নিন্দে করবে, ছি ।

কিশোরী । ও মা, কেন নিন্দে করবে মা ? কর্বোনা ; হে মা, আবার আমি যাই ।

ব্রাহ্মণী । না বাছা, আর ঘেরো না, আজি এক কন্ধ্য আছে ।

কিশোরী । কি কন্ধ্য মা ?

ব্রাহ্মণী । বাছা ! আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভকন্ধ্য হবে ।

কিশোরী । ও মা, কি শুভ কন্ধ্য, বলনা মা । হে মা বল, কি শুভ কন্ধ্য, বলনা । বলবিনে বলবিনে ?

ব্রাহ্মণী । কেন গো, বলবো না কেন, আজি ভোদের 'বে' হবে ।

কিশোরী । (সবিস্ময়ে) 'বে' কাকে বলে মা ।

ব্রাহ্মণী । 'বে' কাকে বলে তাও জানিসনে বাছা ।
প্রধান সংস্কার ।

কিশোরী । ও মা ! তাকি আমি খাব ?

ব্রাহ্মণী । বাছা 'বে' কি খেতে হয় ? রাঙা বর আসবে তোদের 'বে' কর্বো, কতো ঘটাবটি হবে, সে কি বাছা, কিছুই জানিসনে ?

কিশোরী । হাঁ হাঁ, সেই 'বে' তা আমি জানি, তা কার হবে মা ।

ব্রাহ্মণী । তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে ।

কিশোরী । ও মা ! তবে তোর হবে না ?

ব্রাহ্মণী । (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বলতে আছে ? আমি মা হই ।

কিশোরী । হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও মা ! কার সঙ্গে তোর বে হয়েচে বলনা মা ?

ব্রাহ্মণী । (সক্রোধে) দূর হ, আমাকে ব্যস্ত করিসনে, মন্দিচি নানান্ জ্বালায়, তোরা সকলে এখন বাড়ীতে যা ।

(কন্যাগণের প্রস্থান) ।

আমি যাই, আর দাঁড়াব না । পাড়ার মেয়েদের বলতে হবে, বেলা হলো, আমি যা না কর্বো তা হবে না ।

(ব্রাহ্মণীর প্রস্থান) ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

৩৫

রসিকার প্রবেশ ।

রসিকা । (স্বগত)

বাড়ি মোর বংলীপুরে দেখা বার কিছু দূরে
ঘেরা ঘোরা ঘর দুই খানি ।

নবীন যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি ॥

জাঁতিতে নাপিত বটে আছে নানা গুণ ঘটে
আলতা কামান মোর কর্ম ।

করি নাই কোন পুণ্য তথাপি পাতকশূন্য
অতিথি না করে এই ধর্ম ॥

তুষিত পথিক গণ এসে করে আকিঞ্চন
যদি পায় মোর ঘরে বাসা ।

নাহি যার অন্য স্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা ॥

কিছু নাই অন্য জ্বালা এক মাত্র পেট টালা
দিবসেতে পাড়ার কামাই ।

ভাল বাসে সবে অতি আমি শুদ্ধমতি সতী
রজনীতে নাহিক কামাই ॥

এ বরেন্দ্রে পতি নাই তাইত পাড়ার ঘাই
পোড়া পেট পুরাবার আশে ।

ধসিয়া না পাই খেতে সেই হেতু হর যেতে
সে থাকিলে কেটা আর আসে ॥



কুলীন কুলসর্কস্ব ।

কেহ নাই পরিজন একাকী না টেঁকে যন
মনের মানুষ যদি পাই ।
খুলে সব বলি তায় যদি দয়া করে তায়
তবে তার সঙ্গে চলে যাই ॥

দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । কে ও, নাপ্তেবো নাকি ?
রসিকা । হাঁ ঠাকুরপো, আমিই বটে ।
দেবল । তবে এখন দেখতে পাইনে কেন ?

রসিকা । আর ভাই ! দেখতে পার না তা দেখতে
পাবে কি ? দেখতে পাত্যে, তবে অবিশ্যিই দেখতে
পেতে ।

দেবল । (সহাস্যমুখে) নাপ্তেবো ! তোমাকে
দেখতে পারে না এমন লোক কে ?

রসিকা । সে কি ভাই, কি বল্যে ? সকলে কি
সকলকে দেখতে পারে ?

কমল কোমল কুল মধুদানে অনুকুল

দশ দিক্ করে আয়োদিত ।

পরাগে পরম শোভা মধুকর মনোলোভা

হেরি যাহে চকু চমকিত ॥

দোষাকর নিশাকর লোকে কহে দুখারর

দুখাকর বলি আমি তাকে ।

কুমুদে আয়োদ যানেন দোষ গুণ নাহি জানেন
সে পাছেতে শত্রুতাব রাখে ॥

শুনলে ঠাকুরপো !

দেবল । হাঁ। শুনলেম্ বটে, কিন্তু চন্দ্র ত পদ্মিনীকে
কখন দেখে নাই ; যদি একবার দেখতে পেতো, তবে
বলতে পাঠ্যে ।

রসিকা । ভাল তাই ! চন্দ্র পদ্মিনীকে দেখে নাই
বটে, যা বল্যে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রত্ন কি
আপনিই লোকের নিকটে আসে, না লোক যত্ন করে
রত্নের অন্বেষণ করে ?

দেবল । লোকই অন্বেষণ করে, রত্ন আবার কোথা
কাকে তত্ন করে থাকে ?

রসিকা । তবে তাই ! দেখ দেখি, যদি চন্দ্র বত্ন
করে তবে কি পদ্মিনীকে দেখতে পায় না ? অবিশ্যি
পায়, তা না করাতে তারি দোষ প্রকাশ ।

দেবল । কল বটে, যথার্থ, তাইতো লোকে
চন্দ্রকে কলঙ্কী কহে ।

রসিকা । হাঁ ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বলতে
পারি কি না ?

দেবল । (সহাস্য মুখে) নাপুতেবো তোমার
কথায় পারি তার ।

রসিকা । (সহাস্য মুখে) ঐ ভার বলে ত কেহ কথ্য কর না ।

দেবল । এখন আছ ত ভাল ?

রসিকা । আর ভাই আছি, ভাল না থেকেই বা করি কি ?

দেবল । তাই বলি, এখন পরামানিক দাদা ত নাই, তোমার চলে কিসে ?

রসিকা । চলবার ভাবনা কি ভাই, আমার যে এক চুপড়ি আছে, তাতেই চালাই, আপনি না চালালে কে চালাবে বল ?

দেবল । এখন কোথা যাচ্ছ ?

রসিকা । এই সব কামাতে যাচ্ছি ভাই ।

দেবল । (পরিহাস পূর্বক) তুমি কি সব কামিয়া-
থাক ।

রসিকা । (সহাস্য মুখে) না ভাই তা নয়, আজি বাঁড়ষ্যের বাড়ীতে বে, পাড়ার মেয়েরা জলসৈতে যাবে, তা কামিয়ে জুমিয়ে না দিলে কি হবে ।

দেবল । উত্তর পাড়ার হয়েছে ?

রসিকা । হাঁ, তাদের কামিয়ে এই আশি ।

দেবল । তারা এখন কি কচ্ছে, পুজার উদ্যোগ কচ্ছে কি ?

রসিকা । আজি পূজো মাথার উপর থাক, পূজোর
যো করিবে কি সে যো নাই, তারা যে ব্যস্ত ।

দেবল । ব্যস্ত কেন ?

রসিকা । জলসৈতে যাবে, সাজগোজ কচ্ছে ।

দেবল । সাজ গোজ আবার কেমন ?

রসিকা । তা শুনবে ?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে ।

প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে ॥

মনোমত সজ্জা করে বিতবানুসারে ।

এই কথা সৰ্বকালে সকল সংসারে ॥

মনের আয়োদে মত্ত কোন কুলবালা ।

কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কানবালা ॥

কেহ কেয়াপাত পরে কেহ বা চোঁদানী ।

নাছিল পূর্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী ॥

শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল ।

হেরি শোভা চমকিত যুবক যুগল ॥

ভালেতে শোভিছে তাল কারো স্বর্ণ স্মৃতি ।

যাহা হেরি যুবজনগণের বিস্মৃতি ॥

মুক্তাকলে শোভা পায় যাহার নাসিকা ।

বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা ॥

কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয় ।

তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয় ॥

বাহুতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ূর ।
 হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর ॥
 কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মন্ কাটা চিক্ ।
 দেখিতে অপূৰ্ণ যাহা করে চিক্চিক্ ॥
 পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার ।
 অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার ॥
 রত্নের অঙ্গুরী কেহ যত্ন করে পরে ।
 আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পরে ॥
 কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার ।
 বিরহি যুবান্ মন করিতে সংহার ॥
 কাহার চরণে ঢেয়ু তরঙ্গের মল ।
 রক্তত নিষ্প্রিত যাহা অতি সুনির্মল ॥
 কেহ বা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ ।
 কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ ॥
 করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন ।
 বিবাহ বাচীতে দেখ করিছে গমন ॥

ঠাকুরপো ! আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই
সময় চুকাই গে ।

দেবল । হাঁ, আমিও যব্ব যাই, এখন পূজা কর্ত্তে
যাওয়া হলো না ।

কামিনীগণের প্রবেশ ।

মোহিনী । এই তো বে বাড়ী, কৈ কে কোথা গো ? কাকেও যে দেখতে পাইনে । ওমা সেএ কি গো ? ঐ যে কথায় বলে “যার বে তার মনে নাই, কাঁচনা কামাই পাড়া পড়নীর ।”

ভামিনী । মরণ, ও কি হলো, মিজো কৈ লো ?

মোহিনী । আর তাই মেলে কৈ ?

ভামিনী । গুণ থাকলেই মেলে, “যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়নীর ঘুম নাই ।” দেখ্‌দেকি মিজো কি না ।

মোহিনী । ভাল তাই, তাই যেন মিজো, এখন বে বাড়ীর কাকেও যে মেলে না, তার কি বল্‌না ?

যমুনা । বলে মন্দ নয়, বে বাড়ী, অচ্চ কিছুই দেখতে পাই নে । বাস্তি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই ; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথা যাব !

হেমলতা । এই বে তাই একটা কলাগাছ রয়েছে ।

যমুনা । অমন কত গাছ কত দিকে আছে, আসল কৈ লো ? বাড়িজোক কৈ ?

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণী । (প্রকুপ মুখে) এই যে না সকল, দিদি

সকল, বাছা সকল, এসেচো এস এস, আস্বে বৈ কি ;
তোমাদের কন্ম, কর্যে কন্মাবে, খাবে খাওয়াবে,
নেবে ধোবে ; তোমরা না কল্যে কে কর্যে ? জ্ঞাতি
বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা ।

হেমলতা । ওলো ঠান্দিদি, বলি একি লো ?
মেয়েদের বে দিতে বসেছিষ্ তা সব কাকিজুকি, ঘট-
ঘটি কৈ লো, কিছুই যে দেখিনে ?

ব্রাহ্মণী । আর তাই ঘট ? কুলীনের মেয়ের বে
ঘটাই তার, আবার ঘট পাবো কোথা বোন্ ! তবে
তোরা এসেছিষ্ এই ঘটাই ঘট ।

কামিনী । ওলো হেমলতা । জানিস্নে বড় গিন্নির
সব কাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন ?

ব্রাহ্মণী । দূর ছুঁড়ি, ও কথা কি বলতে আছে ?
জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি ? যা, তোরা সকলে মিলে-
জুলে জলসৈতে যা দেখি ।

চপলা । যে তোর মেয়েদের বর এসেচে ।

বাটী মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ।

তার জন্তে জলসৈতে হবে না, তাকে জলসৈ
কল্লিই ভাল হয়—শুনে গেলিনে মাগি ?

চঞ্চলা । ওলো কুলবালা কুলো নে লো মাথে করি ।

জল সহিবারে লবে বল হরি হরি ॥

সুলোচনা । মরণ, ও কি লো ? শুভ কস্মে অম-
ঙ্গুলে কথা ?

চঞ্চলা । না ভাই ! যে বর এসেচে, তার পক্ষে এ
অমঙ্গুলে নয় ।

সুলোচনা । কেন ? কেমন বর, বলনা শুনি ।

চঞ্চলা । শোনি না ভাই ! ওদের মুখে ।

সুলোচনা । ওলো চপলা, বলনা লো কেমন বর ।

চপলা । (সবিস্মাদে)

আহা মরি আই আই সখি একি শুভে পাই

বর নাকি বায়াস্তুরে বুড়ো ।

কপাল নিভাস্ত পোড়া কোথা হতে এলো মড়া

ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো ॥

সুলোচনা । বুড়োবর ? এতো ভাল, মন্দ কি ?

আমার যেমন কপাল, তাতো নয় ?

চঞ্চলা । তোঁর আবার কপাল মন্দ কেমন লো,
বলনা ?

সুলোচনা । তবে শোন্ ;—

কি জানিবি ওলো ধনি এ বর মাথার মণি

মোর পতি দেখে বুক কাটে ।

বর স্থতালে পর নাতি ভেবে এসে জ্বর

কোলশোভা হয়ে রাত কাটে ॥

এ পতি মাথার চূড়া। বুড়াত রনের গুঁড়া
কাছে থাকে তবু শোভা হয় ।
সে যে অতি শিশু ছেলে কেঁদে উঠে তর পোলে
শান্ত করে রাখি তবে রয় ॥

চন্দ্রমুখী ! (সবিবাদে) তবে আমিও বলি, লোকের
কাঁটে বল্যেও কতক নিবিস্তি হয় । তাই ! সে তো
তোর মন্দ নয়, কখন কাবে লাগবে, আমার
শুন্বি ?

পতির রমণীমণ কিছু কম এক পণ
তবু বিয়া করে পোলে চাকি ।
ঘোঁবন বিকলে যার বারেক না দেখি তার
জীয়েন্তে মরার কিবা বাকি ॥

আসিবেক করি আশ তাহার বিবাহ চাস
মাস মাস ফেরে নানা দেশ ।
ব্যবহার দিতে নারি তাই মোরে বিড়া করি
স্বপনেও না করে উদ্দেশ ॥

যমুনা । (ঈষৎ ক্রোধে)

আমি কি বলিব বাণী প্রাচীনা সত্যর যানী
অভিমানী কথায় কথায় ।

বরস্ হইল যাঁট বিবাহের নাই পাট
আছে কাঁট শেষের উপায় ॥

কাঁপের প্রধান স্বর নাহি মেলে যোগ্য বর
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি ।

মনে সদা এই চাই বাহির হইয়া যাই
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥

আইবুড়ো থেকে মোর বয়স্ হইল ভোর
নুড়ো দিই মুখে বজ্রালের ।

বহু শিবপূজা শুণে জন্ম গেল মনাগুনে
কপালে আগুন সে হরের ॥

হেমলতা । (সহাস্রমুখে) তাই ! আমারও সেই
রূপ ।

যৌবন দুঃসহ তার সহিতে না পারি আর
এ শরীরে কত জ্বালা নয় ।

বয়স্ হইল বিশ ইচ্ছা হয় খাই বিষ
মনে মনে কত রীষ হয় ॥

বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ অনন্তেতে জ্বরে অঙ্গ
রক্ত দেখে লোকে ব্যঙ্গ করে ।

মনেতে ভেবিছি সার সুধিব বজ্রালি ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে ॥

যশোদা । ‘ওলো ভোদের দুহুণে মোর বুক
কাটে, ভোরা খাস ভাঁড়ে জল আমি খাই যাটে ।’
ভোরা ছেলে মানুষ, ভোদের কাছে বলা নয়, যদি

বলি, তবে শোন, আমার কথা শুনেই তোদের দুঃখ
দূর হবে ।

ভগিনী আমার ছর আমারে নেন সাত হয়
সবার বিবাহ এক দিনে ।

কি কব বরের কথা মনে হলে মর্ষ বাধা
এই হেতু কহিতে পারিনে ॥

তার বয়সের সম পাহাড় পর্বত কম
আছে কি না ভুবন ভিতরে ।

উহার চরম কালে বন্ধুরা না কেল খালে
গঙ্গাভীরে আনিল সত্বরে ॥

পাইয়া স্বযোগ ঘর বরি মোরা সেই বর
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব ।

তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তশ্রী
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব ॥

বজ্রাল হইয়া কাল দিয়াছে কুলের শাল
সামাল সামাল ডাক ছাড়ি ।

না হলো বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য ভূর্ণ
মন্ত্ৰের প্রভাবে উদ্ভূম রাঁড়ি ॥

কোথার মঙ্গলধনি করিবেক বত ধনী
হরিধনি হইল তথায় ।

শঙ্খ বাজ্য যেথা খাটে তথা মহাশঙ্খ কাটে
বুক্ কাটে মরি হার হার ॥

পতিত করিয়া গতি পরে নিকেতনে গতি
 দুর্গতির নাহি হলো শেষ ।
 কোথা ছিল একাদশী আসিয়া পাইল বসি
 সর্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ ॥

তা বলে আর কি হবে ? আমি সে সকল পাঁকে
 পুতিছি, সে কপায় আর কায নাই, দূর হোগ্গে, যা
 তোরা যাজ্জনে এসেহিস্ যা, জলসৈতে যা ।

বিজয়া । বড়দিদি ! তুই যারি নে ?

যশোদা । তাই ! আমি গে কি কর্বো ? রাঁড়
 মানুষ, ছোব না, নেপ্‌বো না ।

বিজয়া । আচ্ছা চল লো তবে আমরাই যাই ।

চপলা । (উলু উলু শব্দ করিয়া) বাজানা লো,
 শাঁকটা বাজা ।

চঞ্চলা । (শঙ্খবাদ্য করিয়া) বরুণা কোথা লো ?

কামিনী । চাইতে গিছিলাম্ তা বড়গিন্নী বলে
 “এখন বেলা হয় নি, দিচ্চি এই লাজিয়ে শুজিয়ে,
 দাঁড়া এটু ।”

মোহিনী । ওলো, বড়গিন্নী আপনার বেলা
 বুজতে পারে, মেয়েদের বেলা তার বেলা হয় না, না
 হোগ্গে ।

হেমলতা । এই নে লো, ত্রী নে ।

ভামিনী । (করতালি দিয়া) ওমা আমি কোথা যাব ! এই কি ত্রী ।

চণলা । নে বেনে, যেমন বরের ত্রী তেমন ত্রীরও ত্রী, সকলি বিত্রী কাণ্ড, কেবল ত্রী কি স্ত্রী হবে ? চল্ চল্, আবার স্বরকল্পা আছে শীত্রি শীত্রি জলসৈয়ে আসিগে ।

কামিনিগণের জল সহিতে প্রস্থান ।

যশোদা । (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, স্বগত) এই যে সকলেই গেল । যাবে না কেন ? ঈশ্বর যেতে দিচ্ছেন তাই যাচ্ছে ; আমি যে আত্মদান আশ্রয় করবো তারতো বো নেই । যাই যবে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি করবো । (কিঞ্চিৎ গিয়া এই যে কুলকুমারী আছে, যাবে বুঝি জলসৈতে ।

কুলকুমারী । (কিঞ্চিৎ দূর হইতে) দাঁড়া গো, ঠামুদিদি দাঁড়া ।

কুলকুমারীর প্রবেশ ।

যশোদা । কি লো, নাড়নি ! সব মেয়েরা জলসৈতে গেছে তোর এতো বেলা কেনলো ? কালি বুঝি নাক্সামাই এসেছিল, তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলি— এই যে দুই চোক নাল করে বসেছিল, সে কি লো ? বড় শিমে হলে কি দুহাত খেতে হয় ?

কুলকুমারী । (সবিস্ময়ে)

বোলো না ঠান্দিদি আর সে কথা বোলো না ।

জ্বলন্ত অনলে মোর আত্মতা দিয়ো না ॥

কালানুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে ।

এসেছিল বটে সেটা কালি সঙ্ক্যাকালে ॥

দিদি সে কথা আর বলিস্ নে! জ্বলে পুড়ে মচ্চি,
আবার তুই কেন জ্বালাস্? পেড়েচ্যাত্ কি স্বর্গ
দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে
পড়িতাম্! আমাদের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে!
তা ও কথার আর কাষ নাই।

যশোদা । (মুখ কিরাইয়া) মকপঙ্গে বল্লিইবা খেতি
কি? আমিতো ও রসে বকিত, তা পরের কথা
শুন্তেও কি নেই? নেই নেই, বল্লিনে, নাই বল!
(অভিমান)

কুল । না ঠান্দিদি! তা না, তাকে বলিনে কেন,
বলি বল্লিই তোর দুঃখ হবে, নাতনী নাতনী করিস্।

যশোদা । আমাদের যখন যে দুঃখ হয় সম্পূর্ণ
বুঝে বলে থাকি—বল্লিই ভাল, যত মনে রাক্‌বি
ততই মন্দ, বলে কেল্যে মন খোলসা পার—তা বলি-
সতো বল্? কি রকম এলো কি কল্যে?

কুল । তবে শোন্ ঠান্দিদি।

কাপোড় কাটিতে গিয়া সমাচার পাই ।
 লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই ॥
 সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে ।
 পথ না দেখিতে পাই আনন্দের তরে ॥
 থাকিল কাপড় কাচা সজ্জর বাড়িতে ।
 আসি পথে কত ভাব ভাবিতে ভাবিতে ॥
 বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে ।
 সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে ॥
 ভবনে সে পূর্ণ শশী দেখিয়া উদিত ।
 নয়ন চকোর মোর হবে হরষিত ॥
 উধলিবে প্রেম সিদ্ধ সুখের সঞ্চার ।
 দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার ॥
 মানস কুমুদ কুটে হইবে প্রকাশ ।
 নির্মল হইবে তবে হৃদয় আকাশ ॥
 বিরহ ত্রুতের আজি উদঘাপন করে ।
 ঘোবন দক্ষিণা দিব গিয়া তার করে ॥
 মনোমত বেশ করি নিকটে যাইব ।
 প্রথমে বাড়িতে মান মান প্রকাশিব ॥
 কাঁদাব ধরাব পায়ে নাহি অনুরোধ ।
 পেরেছি যতক দুঃখ তার পরিশোধ ॥
 পরেত কহিব কথা বদন তুলিয়া ।
 একেবারে ডুলাইব নয়ন ঠেরিয়া ॥

বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস ।
 কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস ॥
 মন্থাথেরে মনোমত্ত শিখাব তখন ।
 কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন ॥
 ছুরন্ত বলন্ত সখা সামন্ত সহিত ।
 নিভান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত ॥
 বিহিত করিব তার করিয়াছি মনে ।
 কি করিবে আর মোরে মলয় পবনে ॥
 কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর ।
 কোথাবা রহিবে ছুট ভ্রমরী ভ্রমর ॥
 এই রূপ অহঙ্কার মনে মনে করে ।
 গোরবে গর্জিণী বড় আসিলাম ঘরে ॥

ভাই! তার পর তার রক্ত দেখে হরিভক্তি উড়ে
 গেল ।

যশোদা । কেন্দ্রো, কি হলো বল দেখি
 শুনি ?

কুল । (সাক্ষেপে)

শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া ।
 বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া ॥
 ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সব বিহ্বলমানে ।
 ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবো এখানে ॥

শুনিয়া জননী যোর বড়ই দুঃখিনী ।
 খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি ॥
 টাকা হাতে করি কাকা গিরে ভারে দিল ।
 এমনি কুলের ধর্ম তরে পা ধুইল ॥
 অণ্ডা হলো বলে তবু মুখ সুরাইয়া ।
 কহিল দুর্ভাগ্য কতো বাটালি কাটিয়া ॥
 জলপান সহ পান সাজারে পাঠাই ।
 সে এমন তার মন তবু পেতে নাই ॥
 জামায়ের আগমনে জননী তৎপর ।
 খাছড়ব্য আরোজন করিল। বিস্তর ॥
 বতন করিয়া দিদি বাড়িলেন ভাত ।
 দাদা গিয়া আনিলেন ধরে তার হাত ॥
 পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহার বসিয়া ।
 ইহা খায় উহা কেলে নবাবি করিয়া ॥
 অতঃপর বলিতে আমার বুক কাটে ।
 সে পারে বলিতে যেবা দড় আটেকাটে ॥
 বামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া ।
 পতির ধ্যানেতে আছি নরন মুদিয়া ॥
 কতকণে প্রাণনাথ আসিবেন কাছে ।
 কহিব সকল দুঃখ যত মনে আছে ॥
 মনে মনে এই রূপ বাসনা করিয়া ।
 কপট নিজার আছি নরন মুদিয়া ॥

কিছু পরে আসিলেন মোর প্রাণ কান্দ ।
 তা হেরে অমনি হই যানিনী নিতান্ত ॥
 দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর ।
 অনায়াসে ঢাকা মেরে জাগার সত্তর ॥
 ইথে অভিমান আর ক্রোধ উপজিল ।
 তবু সে বেহারা মিশে কহিতে লাগিল ॥
 শীত্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি ।
 নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি ॥
 এ কথায় যদি মানতরে আমি থাকি ।
 তাবিলাম চলে যাবে দিয়া মোরে কাকি ॥
 কত শুব বিনয় করিয়া ধরি কর ।
 তবু সে দুর্ভাগ্য বিধে করে জরজর ॥
 শপথ করিছু কত স্থপথে আনিতে ।
 কুপথিক কোথা পার সুপথ দেখিতে ॥
 অবশেষে এই বুক্তি মনে করে স্থির ।
 কাটনাকটি কড়ি যত করিছু বাহির ॥
 যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল ।
 তথাপি অধিক দাও কহিল পাগল ॥
 ডাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান ।
 কেন কর অধীনীরে এত অপমান ॥
 কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন ।
 পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন ॥

ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ ।
 নারী হয়ে যোরে তুমি দেও উপদেশ ॥
 এত বলি ক্রোধভরে উঠিয়া চলিল ।
 বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল ॥
 দরমা পাতিয়া তথা করিল শয়ন ।
 যশাভে চাসাকে শিফা দিল বিলক্ষণ ॥
 প্রভাতে চলিয়া গেল করে অতি রোষ ।
 অয়ুতে উঠিল বিষ কপালেরি দোষ ॥
 যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর ।
 দর্প চূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর ॥
 যম সম অভাগিনী আছে কোন্ দেশে ।
 হাতে দিবে নিধি বিধি করে নিল শেষে ॥
 একাকিনী বিরহিণী যামিনী আগিয়া ।
 নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

যশোদা । নাভুনি ! আর বলিস্ নে—বলিস্ নে,
 বুক কেটে যায় ! (সজল নয়নে) হাঁরে বজাল, তুই কাল
 হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের ছিটি কত্থে বলে
 ছিল ? কুল ত নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন । যার
 কুল আছে তার কি দর নেই ? ধন্য নেই ? কন্য নেই ?
 আহা ! আহা ! কি দুঃখ ! কি দুঃখ ! নাভুনি ! তুই
 আর কাঁদিস্ নে । যা, ঘেরেছের সঙ্গে যা, আবার

আসবে, ভাবনা কি ? রাগ করে গেছে কি কর্ণি ? এ বার এই অব্দি কাটনাটা মাটমাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ—। তবু কান্দে লাগলি ? আহা ছেলে মানুষ ! বোন্ ! কি কর্ণি তা বল ? এই দেক্‌দেখি আমরা কি কচি তোস্তো আছে আমার যে নেই—তা কি কর্ণো !

কুল । (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্দিদি ! এ থাকা-চেয়ে না থাকা ভাল ! না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, একি সামান্যি দুঃখ ! ঐ যে কথায় বলে “ছুট গক থাকালেয়ে শুনুগোল ভাল ।”

যশোদা । (হাস্তমুখে) ও কথা বলতে আছে ? খাড়ু গাচটা হাতে আছে, তবু ভাল । আর সে নাজ্জামাই শালাও আবার এই করে আসে, রাগ করে কদ্দিন থাকতে পার্বে ? (পথে একটা কুকুর দেখিয়া সপরিহাসে) ঐলো নাত্নি ! ঐ, আবার কিরে আসে ।

কুল । (হাস্ত মুখে) ঠান্দিদি, তোস্ত নেই, তা লোকে বলে “নাপেতে নাজ্জামাই তাতার” তা তুই নে যা ।

যশোদা । না ভাই, আমাতো নেই বটে, আমি ও রসে বঞ্চিত, তবে “পরেছনে ধোপার নাটে” কাষ কি ?

কুল। ঠান্দিদি ! তোর আবার হয় এই, ও পাড়ায় শুন্লেম রাঁড়ের বে নাকি চল্‌তি হবে; তবেই ত তোর হলো ।

যশোদা । (সবিস্মাদে) আর তাই, হবে হবেই শুকি, হয় কৈ ? আমি থাক্তে আর হবে ? আমার ভেমন অদেষ্ট নয়, না হোগ্‌গে, আর কাষও নেই । এখন যেরে যাই তাই, বেলা হয়েচে ।

কুল। আমিও আসতেম্ না, বড়গিন্নীর অনুরোধেই এলেম্ ; আমি বল্যেম্ জলসৈতে যেতে পারবো না, তা সে বল্যে “না যাস্ না যাবি তুই আলিয়াড়া বাট্টে” তা যাই, না গেলে ভাল হয় না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।



চতুর্থ অঙ্ক

ভোলায় প্রবেশ ।

ভোলা । (স্বগত)

মোগার কোপালে ছুক নেকেচে গোসাই ।

খাটি খাটি মনু এটু বক্ষি পাই নাই ॥

বসি ঘরে প্যাটভরে খাতি নাই পাই ।

চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই ॥

ঐ ওস্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাটি গেহালাম,
এস্তে এস্তেই বড়মোশাই বল্যে “ওরে ভোলা, তুই
ঝা, পুকঠাকুরের ডাকি আন, ” তা এই মুই অন্দুরে
খাকি আলাম, তামুক খাতিও পালাম্ না, এটু জিক-
তিও পালাম্ না, তাই ত মোদের বো বলেহালো,
বলে “চাকুরি না কুকুরি” তা খাতিপতি পাইনে, না
করে কি কর্যো ? মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে
দেবে কেন ? খ্যাদারে দেবে যে, তাই বাচ্চি, আসি
তবে তামুক খাব । (কিকিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝা:
কেছেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে “ এস্বের
বেলা এটা ঝোড়ের গাচ আনিব্ ” তা কিদি কাটবো ?

আবার কিরি যাব ? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদে-
 দ্বারে মোর ঝীরের ঘর, সেইদেই আবে। (কিয়দূর
 গিয়া) এই মোর ঝীরের ঘর, এখন ঝী মোর হেতা
 নেই তা বীন্কে ডাকি । (প্রকাশে) ও বীন্ ! বীইন্ !
 একবার ভোগার কেচে খান দিবি ? (আকাশে কণ
 দিয়া) আঁ কি বলি ? হেরিয়ে গেচে ? ঝাকুগে, আবার
 মোরে কিরি এসতে হলো ; যাই তবে (অধিক দূর
 গিয়া, স্বগত) ঐ পুকঠাকুরের বাড়ি দেখুতি পাচ্ছি,
 শালার বায়ুণ কদ্বরে ঘর বেনিয়েচে ? (নিকটে গিয়া,
 প্রকাশে) ও পুকঠাকুর ! ঘরে, গো !—না গো,
 আর পুকঠাকুর বলবোনা, সেবার বলে হেলাম্, তা
 সে বায়ুণ কুখ্য করে (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুর, বাবা-
 ঠাকুর ! ঘরে গো ? কৈ ওত্তর দেয় না ঝে ? কোথা
 বুঝি ছরাদ কতি গেচে বায়ুণদের কি ? বড় মান্বির
 বাড়িই ছায়ার রসি, গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি ওড়ুক
 ডামুক খায়, গপ্পি করে, তাই বুঝি গেচে । ওও
 মা ঠাকুকন্ ! মা ঠাকুকন্ । তোমার বাবাঠাকুর
 কোতা গো ?

ধর্মশীলের প্রবেশ ।

ধর্ম । (সক্ৰোধে) আঃ করেও । রাম রাম,
 প্রত্যাঘ করিতে বসিছি এতো চীৎকার কর্তেছে
 কেন ?

ভোলা । মুই, বেড়ুয়ের বাড়ির মেন্দের-ভোলা ।

ধর্ম । (সহাস্য মুখে) কিরে ভোলা ?

ভোলা । এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুর, পেগাম ।

ধর্ম । কিরে, কেন এসেছিন্ ? ভাল ত সকল ?

ভোলা । এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমারে এস্তে
বলো, তার মেয়েগার ব্যা ।

ধর্ম । বিবাহ ! কি অদ্যই হইবে ?

ভোলা । হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সজেব্যালা ব্যা
হবে । তিনি আমায় বল্যে “ভোলা, তুই আজি
নাতিরে ষয়্যাস্নে, তোর দিদি ঠাগুকনীন্দের ব্যা ।”

ধর্ম । হাঁ, হাঁ, শুভাচার্যের মুখে শুনিতেছিলাম
বটে । তাঁর চারিটি কথারি কি বিবাহ একেবারে
হবে ?

ভোলা ! এজ্ঞে মশাই ।

ধর্ম । (স্বগত) এ বারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্ম-
ণীর নত গড়ান হইতে পারিবে । (প্রকাশে) তবে
তুই যা, আমি পুখি লইয়া যাইতেছি ।

ভোলা । বে এজ্ঞে—মুই তবে যাই ।

ভোলার প্রস্থান ।

ধর্ম । একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, হাতেরা
কোথায় ?—

তর্কবাগীশের প্রবেশ ।

এই যে তর্কবাগীশ বাফা, ওহে একবার আমার সঙ্গে ঘাইতে পারিবে ?

তর্ক । কোথায় যাইব ?

ধর্ম । আমার যজমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে, যাও তবে এস ।

তর্ক । যে আজ্ঞা, চলুন তবে ; (পথে গমন) মহা-
শয় ! আজিত বিবাহের দিন নাই !

ধর্ম । বাপু হে ! সে কথা আর জিজ্ঞাসা করি-
তেছ ? আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুঘ্যে, তিনি
বজ্রালকৃত কুলকল্লোলে পতিত ; তাঁহার চারিটি
কন্যা ; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটির কেবল কন্যাকাল
আছে, তৃতীয়াটি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা
অনুচাবস্থায়ই যৌবন যাপন করিয়াছে । তিনি এতাব-
দ্বিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ
তরে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই । (কিঞ্চিৎ
নরন মুদ্রিত করিয়া) আহা ! হা ! কি মহাপাতক—
রাম ! রাম ! রাম ! বিহ্বলহৃতিতে কথিত আছে ।

বাবতু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি

তুৈল্যঃ সকাম্যামপি যাচ্যমানাঃ ।

ভাবন্তি ভূতানি হতানি ভাত্যাং

মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্মবাদঃ ॥

অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার বতবার রজোযোগ হয়
ভাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী
হয়, এবং পৈষ্ঠীনলি কহিয়াছেন। 'যাবম্মোন্তিদ্যোভে
স্তনো ভাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী তবতি, তদা দাতা
প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতা-
মহাশচ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তন্মায়গ্নিকা দাতব্যোভি ।'

কুচযুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে,
এই বিধি ; কিন্তু যদি অকুচাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে
কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে, আর ভাহার
পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হুদে কীট-
ভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পূর্বেই কন্যার
বিবাহ দিবে, এই শাস্ত্র ; কিন্তু এক্ষণে বঙ্গালঙ্কৃত কুল-
গৌরব-সৌরভ-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তি—
সিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাতক
না স্বীকার করিয়াছে ? এত দিনের পর কোথা হইতে
অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অস্ত
অদিনে, অকণ্ঠে, ভাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান
করিবে। ককক, বাহার বাহা অতিমত,—দক্ষিণা
প্রাপ্তি হইলেই আমার অতিমত সিদ্ধ হয়, দিনের
কথার কাহ কি ?

তর্ক । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! ভাল এক কথা
জিজ্ঞাসা করি বাহার কথা সে কুলীনপাত্র না পাইলে

কুলতত্ত্বের বিবাহ দিতে পারে না ; সুতরাং তাহাতে পাণ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রকোবোগ হইলে সে কতাকে কে গ্রহণ করিয়া এমন পাণে লিপ্ত হয় ?

অর্থ । সেও ঐ কুলীন মহাআরা ; তাঁহার ধর্ম্মার্থের প্রতি বেত্রপাত করেন না, অর্ধ পাইলে পর-মার্ধ বোধে সকল দুষ্কর্য্যই করিয়া থাকেন । তাঁহা-দিগের বয়োবিরেচনা, গুণপর্যালোচনা, সৌন্দর্য্য-তিল্য, জাতিবিশিষ্টতা, লোকাপবাদতর, কিছুই নাই ; অর্ধলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরি-ণয়ে প্রণয় বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্য নাই ।

— অধর্ম্মকৃতির অবস্থা ।

অর্থ । কে হে তুমি বেতে আলিস্যির কথা বল্গো ? বে কর্তো কি আলিস্যি হয় ? গেলেম্—বেকল্পে-যংকিঞ্চিৎ—কাকনমূল্য পেলেম্—চলোম্—আর কি ? বে অকটির কটি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে সুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে ? অর্থ । (জনান্তিকে) তুর্কবাগীশ ! এই দেখ, এক মহাপুরুষ । (প্রকাশে) না তাহা নয়, আমি একটা কপার কথা কহিতেছিলাম ;—আপনার নিবাস কোথায় অবস্থায় ?

অধর্ম । খণ্ডরবাড়ী ।

ধর্ম । খণ্ডরবাড়ী নিবাস, ইহা কেমন कहিলেন ?

অধর্ম । যেখানে থাকিতে হয়, সেই নিবাস ।

ধর্ম । আপনি কি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসার করেন ?

অধর্ম । (সক্রোধে) আহ! আমি কি তোম; যে ধর্মশাস্ত্র লিখে ধর্মপণ্ডিত হব ?

ধর্ম । আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তার কতি কি ? বলুন না কেন কি ব্যবসার করেন ?

অধর্ম । আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা ?

ধর্ম । বিবাহ ব্যবসারে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয় ?

অধর্ম । হাঁ, হয়ে থাকে । মহারাজাধিরাজ বঙ্গাল-সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর ডালুক দিরা গেছেন, তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি । আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীনেছেলের বিষয় জানেন না ?

ধর্ম । হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা খণ্ডর বাড়ীতে কিরূপ থাকেন ?

অধর্ম । খণ্ডরবাড়ীর সুখের কথা এক মুখে কত কব ?

বরকী ডুলিয়া হাতে দাঁড় দিরা কাটি ।

পায়স আড়ুলে করে বসে বসে চাটি ।

ভোজনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি ।
 শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি ॥
 আলাপে জীলতা বড় কথা কাটাকাটি ।
 সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি ॥
 বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি ।
 অহঙ্কারভরে ঘোরা না মাড়াই মাটি ॥

ধর্ম । হাঁ, হইতে পারে, আহালাদিত ক্রেশ
 ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব যাত্রেই অর্থ
 প্রয়োজনীয় । যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়,
 কি করেন ?

অধর্ম । তাহাও সেখায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণ
 হস্তে দক্ষিণে না পেলো কি সেখা থাকি ? কেন থাকবো ?
 বরং অতিত হয়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপত্র করি—
 তা ভাল ; মশা ভাড়াই—সেও আচ্ছা ; আমরা
 এমন গুণের শিষ্য নই, কুলমর্যাদা না পেলো কদাচ
 সেখায় থাকিনে ;—আরও কোন রকম সন্ধ্যা আছে ।

ধর্ম । কিরূপ রকম সন্ধ্যা ?

অধর্ম । পেটের দ্বারে আমাদের এসে ধরে, আম-
 রাও পেটের দ্বারে কিছু নে থাকি ।

ধর্ম । পেটের দ্বারে কিরূপ, বুঝিতে পারিলাম
 না ।

অধর্ম্য । (অউহাস্য করিয়া) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,
কিছুই বোঝেন না ।

ধর্ম্য । হাঁ বাপু, আমরা ওরূপ কথা বুঝিতে পারি
না ।

অধর্ম্য । আমরা কুলীনের ছেলে, অনেক গুলো
বে, সর্বত্র ত যাওয়া হয় না, তা যদি কোথাও বেঁধে
যায় আর নিকাশ প্রকাশ না হয়—বুঝিতে পেরেছেন
কি ?

ধর্ম্য । হাঁ বুঝিছি । তবে কি হয় ?

অধর্ম্য । তবে তারা লোকনিষ্ঠে ভয়ে এসে আমা-
দের নে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমাদেরও ঝোপ
বুঝে কোপ, মট্কা মেরে বসে থাকি । সুতরাং তারা
১০।২০।৩০ দিয়া লইয়ে যায় ।

ধর্ম্য । ভাল বুঝিয়াছি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, খণ্ডরালয়ে অধিক দিন থাকিলে তোমাদের
আদর ও গৌরবের কিছু হানি হয় কি না ?

অধর্ম্য । (ঈষদ্ধাস্য মুখে) না মহাশয়, কুলীনের
ছেলে যত অধিক কাল খণ্ডরবাড়ী থাকে, তত অধিক
আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ ? বছরে তিন শ
বাটি দিন বৈ ত নয় ?

ধর্ম্য । (উচ্চহাস্য মুখে) আপনি কত সংসার
করিয়াছেন ?

অধর্ম । আমাদের কুলীনেছেলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু, আমি ধর্মভীত অধর্মকচি মুকুযো, আমি অধিক করি নাই ।

ধর্ম । তবু কত, শুনিতে পাই না ?

অধর্ম । শুন্তে পাবেন না কেন ? আমি সাড়ে আঠার গুণা বৈ আর বে করি নাই ;—কত গুলো বে কর্তো কিহবে ? আমাদ্দাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের টা বে করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না ।

ধর্ম । (সহাস্য মুখে) আপনি এত অঙ্গ বিবাহ করিয়াছেন ? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি আপন বিবাহিত ৭৪ টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্মরক্ষা করিতে পারেন ?

অধর্ম । ধর্মই ধর্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম-ধর্মের খার খারি নে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে ? আমাদের ধর্ম এই যে, আমরা কুলীনের ছেলে ধর্ম ধর্ম কিছু পেলে ছাড়িনে, সে কথার কাম কি ? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায় ।

[ইতস্ততঃ অবেষণ করিয়া অধর্মরচিত্র প্রস্থান ।]

ধর্ম । শুনিলে তর্কবাণীশ ?

তর্ক । আজ্ঞা, শুনিলাম, কি চমৎকার, চমৎ-

কার ! কি ভয়ানক ব্যাপার ! বজ্রালসেন গোড়-
রাজ্যে ধর্মনির্মূলনার্থ ধুমকেতুস্বরূপ উদিত হইরাছিল,
যথার্থই বটে ।

ধর্ম । বাপু হে ! বলিব কি ? পূর্বে কুলীন শব্দে
নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এই কণে আর তাহা
নাই ; কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে । হা
বিধাতঃ ! তোমার সুদৃষ্ট বিশ্বরাজ্য পরিণামে কি পর্য্যন্ত
ভয়াবহ হইয়া উঠিল ! হে বহুঙ্করে ! বিবাহ করিয়া
পত্নীর ভরণপোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয়, ইহা
যাহাদিগের কর্ত্তব্যকূঙ্করেও কদাচ স্থান পায় না—সর্ব্বদাই
বিবাহবাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে, তাহাদের পাপভরেই
তুমি ভারাক্রান্তা রহিয়াছ ! জীজ্ঞাতির ইন্দ্রিয়বিশেষ
পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কবিত আছে, কিন্তু এই
সকল বজ্রাল-দত্ত-কৌলীন্য-চিহ্ন-ধারী কুলীন মহা-
রথিরা ইহা বিবেচনা না করিয়া শতাবধিক বিবাহ
করেন, ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনীগণের প্রত্যেকের
কি ধর্ম্মরক্ষা হয় ? বিবাহের পর জীবনকাল
মধ্যে কোন শৃঙ্গুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার
পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের পাতি-
ত্ৰত্য বর্ম্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে ? বর্ত্তমান কালে জী-
জ্ঞাতির বিদ্যাশিকার সম্যক্ প্রমাণ নাই, সুতরাং
তাহারা অন্তঃকরণকে বিবরবিশেষে ব্যাপ্ত করিতে

পায় না, চিরকাল পিজ্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতাস্তই হিতাহিত বিবেচনাবিহীন হইয়া স্ব স্ব সমীহিতসাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের জ্ঞাতক্কের আনুষঙ্গিক কল হইয়া উঠে । মনু কহিয়াছেন ।

বাল্যে পিতুর্বশে ভিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহন্ত যৌবনে ।

পুজ্ঞাণাং তর্করি প্রেতে ন তজ্জেৎ স্ত্রী স্মতন্ত্রতাম্ ॥

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুজ্ঞগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হইবে ।

পানং দুর্জ্ঞানসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোইটনম্ ।

স্বপ্নোইহুগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি বট্ ॥

মনু এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির বট্ প্রকার দূষণ গণনাতে পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিত্ৰত্যাশকতা কহিয়াছেন । কিন্তু বঙ্গালি প্রধায় কুলীনকত্যা ও কুলীন কর্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহবেদনা গ্ৰহ করিতে হয়, ও চিরদিনই পিজ্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে ? ব্যতিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে ।

তর্ক । বধার্ধ মহাশয় !

ধর্ম । আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজনকার্য্যে

ভূরি ভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি ! কি করি ?
কাল ধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয় ।

নিজপিতা বিবাহবিধির সহিত অধর্ম্মকৃতির পুনঃপ্রবেশ ।

বিবাহ । তার পর বাপু ! কি হলো ?

অধর্ম্ম । তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম, এই
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ; ভাল হলো, তবে একটা
মন্ত্ৰণা জিজ্ঞাসা করি, কি করবো বলুন দেখি ?

বিবাহ । কি বল ?—কেন এত বিব্রম্মুখে রহিলে ?

অধর্ম্ম । (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের
দোকানে বসে আমি মোতাৎ কচ্ছিলাম, এমন সময়ে
এক বেটা নাপুতে নকুলপুর থেকে এক খানা পত্র
এনে দিলেক ।

বিবাহ । নকুলপুরে তুমি কি বে করেছিলে ?

অধর্ম্ম । আপনি কি করে জানিলেন ?

বিবাহ । বলি, এ আর জানতে কি ? কুলীনের
হেলের তিন কুলে কে আছে বে চিঠি লিখবে ? তা
পত্রে কি লেখা আছে ?

অধর্ম্ম । আমি তা লেখা পড়া শিখি নি, সেই
দোকানি তা পড়িল ।

বিবাহ । কি বৃত্তান্ত ?—কেন বাপু অধোমুখে
নিকতর হইলে ? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি ? বল
বাবা কি হয়েছে ?

অধর্ম । (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, সেখান আমার একটি মেয়ে হয়েছে, তার অন্ন-প্রাশনের নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেখান যেতে লিখেছে, দোকানি বেটা ত এই বল্লে ।

বিবাহ । আ—হা ! কত্যা হলো ! পুত্র সম্ভাবন হলে ভাল হতো ! দৈবের ইচ্ছা, এত অত্থের সাধ্য নয়, তা কি কর্যো , তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল , তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কতো হবে, না পারিলে কুলতন্ত্রের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্যো বাপু ! যাও অন্নপ্রাশন দেও গে ।

অধর্ম । বাবা ! তার নিমিত্তে বল্টি না ।

বিবাহ । তবে কি নিমিত্ত ?

অধর্ম । কি বলবো বাবা, লজ্জা হয় ; সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই, তাই বলি-মেয়েটা হলো !

বিবাহ । (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে ! তাতে কতি কি ? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তখান একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় । তা বাপু ! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে কতি কি ? যাও বাপু ! তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি ? —

[অধোমুখেই অধর্মের চিত্র আঁধান ।]

(স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই ; কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোন খণ্ডর-বাড়ী নাই ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্ছে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বৃষ্টি এক বার বে হয়েছিল (চিন্তা করিয়া) আমিই সেখান বে করেছি, না পুত্রের বে দিছি ? তাল মনে হচ্ছে না— পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব ? (কিঞ্চিস্তাবিয়া) না, আমার কাছে ত কর্দ আছে তাই দেখি না কেন ? (কর্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে “১২৪২ সাল, ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করেছি” হুঁ, দেখেছ ? লেখা পড়া রাখা তাল, মনে করে কত রাখা যায় ? লেখা ছিল, এইত মনে হলো, নৈলে কি হতো ? যাই, এখন সেখানেই যাই ; কিন্তু সে বামণ বামণ-পণ্ডিত, কিছু দিতে পারে এমন বোধ হয় না । তাল, ব্রাহ্মণীর কাটনা কাটাও কি কিছু নেই ? দেখে আসিনে কেন ? কিন্তু যদি বাবাজীর মত আমারও সেখান কন্যা হয়ে থাকে, তবেইত বিজ্রাট । (কিঞ্চিদামন করিয়া) কোন্ পথটা দে যাব, কাহাকেও যে দেখিতে পাই না, জিজ্ঞাসা করি কাকে ?—

উক্তন যথোপাধ্যায়ের প্রবেশ ।

(প্রকাশে) ওহে ! কে হাঁ তুমি ! সিদ্বলাপুরে কোন্ পথে যাব, বলিতে পার ?

উত্তম । বিমলাপুরে বাবেন । অধীর সঙ্গে
আমুন । আপনি বিমলাপুরে কার বাড়ীতে ঘাবেন ?
বিবাহ । কমল ন্যায়লঙ্কারের বাড়ী ।

উত্তম । তথ্য কি প্রয়োজন ?
বিবাহ । আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি
তাই একবার তত্ত্বাবধান করিতে ঘাই ।

উত্তম । মহাশয়ের নাম কি ?
বিবাহ । আমার নাম শ্রীবিবাহবণিক্ মুখো-
পাধ্যায় ।

উত্তম । তবে আমি প্রণাম করি । (প্রণিপাত)
বিবাহ । বাপু তুমি কে আমাকে প্রণাম
করিতেছ ?

উত্তম । আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম
মুখোপাধ্যায় ।

বিবাহ । পুত্র ! সে কি । তুমি কাহার দৌহিত্র ?

উত্তম । আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়ল-
ঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্র ।

বিবাহ । তবে বর্ধারহিত বটে, এস এস বাহা এস,
(মন্তকে হস্তার্পণ)

উত্তম । আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি
পিড়দর্শন পাই নাই ।

বিবাহ । (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার

মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভ দৃষ্টি
মাত্রই যা হউক । কৈ, অধর্মকটি বাপা এখন কোথায়,
—কত্না হয়েছে বলে বড় ডর পেয়েছিলেন; দেখুন
এসে, আমার এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে
হয়েছে ! (প্রকাশে) হাঁ, আমারও আজি পরম
আনন্দ—পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ।

উত্তম । মহাশয়ের শরীর ভাল আছে ?

বিবাহ । হাঁ বাপু, তোমাদের সকল মঙ্গল ?

উত্তম । আজ্ঞা শ্রীচরণপ্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল ।

বিবাহ । (স্বগত) দূর হউক, আর সেখায় যাব
না । (প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে
ভাল হলো, সেখাকার সংবাদ পাইলাম, তবে আর
মাইবার আবশ্যকতা কি ? তুমি যাও, আমার একটু
বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই ।

উত্তম । না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন ।

বিবাহ । কেন আর মিছে কর্ম ভোগ ? সংবাদ
ত পেলুম ।

উত্তম । না না, তা হবে না, যেতেই হবে ।

বিবাহ । কেন ? তুমি এত আকিঞ্চন করিতেছ
কেন ?

উত্তম । আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি,
তাহার কারণ আছে ।

বিবাহ। কি কারণ বল, শুন।

উত্তম। মহাশয়! আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম, সে সংবাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই সংবাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এত আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্যমুখে, স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পার, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পার না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান্! তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান ।

গর্ভবতীর প্রবেশ ।

গর্ভ। (রোদন করিতে করিতে)

সংসারেতে ছিল সাধ তাহে হলো বিসম্বাদ
বিধাতা সাধিল বাধ পুরান না সাধনা।

বাঁচিয়া নাহিক সুখ কেবল সত্তত দুখ
 দেখাইতে কালামুখ আর নাহি বাসনা ॥
 একোটা এক প্রকার দেখে হই চমৎকার
 গুণকথা কহি কার কেহ ভাল বাসে না ।
 শাশুড়ী বাঘিনী প্রায় ননদী মাগিনী তার
 যদি কোন ছল পায় তবে রক্ষা থাকে না ॥
 প্রতিবাসী যদি আসি হয় মোরে মিষ্টভাষী
 অমনি সে সর্বনানী প্রকাশিতে ছাড়ে না ।
 শাশুড়ী তা শুনে পেল ভূতছাড়া করে গেলে
 দিতে এসে নুডো জ্বলে বিবেচনা করে না ॥
 পেল অপরাধ তিল তালের সমান কীল
 বুকে পিঠে লাগে খিল নাহি থাকে চেতনা ।
 ভাতারের মুখে ছাই তাহার মরণ নাই
 ভা হলে নিকুলে যাই যুচে সব যাতনা ॥
 মরি সদা মনস্তাপে কি দেখে দিয়েছে বাপে
 থাকু তাকে কাল সাপে যে করেছে ঘটনা ।
 মরণ হইলে হয় পোড়া প্রাণে কত সয়
 যম গেছ যমালয় একবার ডাক না ॥
 আমিত আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন
 দেয়, তবেই দিন পাব । যাই দেখি পুরুতের বাড়ী,
 (পাশিমধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর এই দিকেই আশেচন ।
 (নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনারস্ত করিল)

ধর্ম্য। কেও ? হরির মা ! রোদন করিতেছ কেন বাহা ? বালকেরা তো ভাল আছে ?—কেন মা ? কেন কেন ? বড় রোদন করিতে লাগিলে, কি জন্যে ? চক্র-বর্ত্তি বাপা কি কিছু বলিয়াছেন ?

গর্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন। (চরণধারণ।)

ধর্ম্য। কেন কেন মা ? ছাড় ছাড়, আমাকে যাঁহা বলিবে, তাহাই করিব ;—বল কি করিতে হইবে ?

গর্ভ। এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু স্মৃশ্তান করিবেন বলুন, নৈলে আমি তোমার কাছে জীহতা হব।

ধর্ম্য। অবশ্য করিব, এই বৈত নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণধারণ কেন ? ছাড়।

গর্ভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উয্যুগ করি গে ?

ধর্ম্য। হাঁ, যাও। একটি কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ ? (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিনাষ হইতে পারে, কন্যা সম্ভানটা বড় স্নেহপাত্র বটে, বিশেষত “দশপুত্রসমী কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে” কন্যা যদি সংপাত্রে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশপুত্রতুল্যা। আর কন্যাদানের কলও বড়—ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে “কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ” যে

ব্যক্তি কতাদান করে তাহার অক্ষয় স্বৰ্গ হয় । এই
সমাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে
কতাদাতার অধিকার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্ক-
বাগীশ স্মরণ হয় হাঁ ?

তর্ক । আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না ।

ধর্ম্য । নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন ।

“দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি ।” এবং,
“ভেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপুয়ামিতি মে মতিঃ ।”

কত্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্রমুখ দর্শন হয়, তাহা-
তেই দৌহিত্রজ নামে স্বৰ্গ লাভ হয়, সুতরাং এই
সকল কল অনুসন্ধান করিলে কন্যা সন্তান প্রসবে
অভিলাষ হয় বটে ।

গর্ভ । ভাজ্জন্তো বড় নয় ।

ধর্ম্য । তবে কি নিমিত্ত কত্যা প্রার্থনা ?

গর্ভ । (সজ্জনয়নে) সেই পোড়ার মুকো মিশে
আমাকে যেরেছে । (উচ্চৈঃস্বরে রোদন ।)

ধর্ম্য । রাম রাম । জীলোকের নিগ্রহ, একি !
“ত্রিঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।” দেবতার কহি-
য়াছেন “পৃথিবীস্থ সমস্ত জীলোকই জগবতীর অংশ ।”
তৎপ্রতি দণ্ড, একি । বিশেষত যনু কহিয়াছেন,

“শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্চত্যাশু তৎকুলং ।

ন শোচন্তি হি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥”

যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আত্মদিতা থাকে সে কুল সর্বদা বর্দ্ধনশীল হয় । অতএব চক্রবর্তী কেন ধর্মাতিবর্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন ? বাছা তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ ?

গর্ত । এমন কিছু করি নাই, কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম ।

ধর্ম । তাহাতে অপরাধ কি ? সৌভাগ্যবতী নারীই পুত্র প্রসব করে ; বিশেষত “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্ঘ্যা পুত্রঃ পিওপ্রয়োজনঃ ।” পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা ভাৰ্ঘ্যার প্রয়োজন কি ? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে,

“পুন্মাম্বে নরকাদৃ যন্তাৎ পিতরং জায়তে সূতঃ ।

তন্ত্যৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥”

পুত্রমুখ দর্শন করিলে পুন্মাম নরকে গমন করিতে হয় না । বাহার ছরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীকিত না হয়, তাহাকে পুন্মাম নরকভোগ স্বীকার করিতে হয় । অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি ?

গর্ভ। না, এক পুত্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি।
ধর্ম। তাহা ত অতি উত্তম, “এষ্টব্য বহবঃ পুত্রা
যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।” সংসারীরা বহু পুত্র ইচ্ছা
করিবেক ; যেহেতু অনেক পুত্র হইলে যদি কেহ গয়া-
ধামে গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত
অনারাসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে
বংশরক্ষারও সন্দেহ। ভারতে কথিত আছে,

“একপুত্রো হুপুত্রো যে মতঃ কৌরবনন্দন।

একচক্ষুর্ধ্বা চক্ষুর্নাশে তস্মাক্ষএব সঃ ॥”

যেমন কাণ ব্যক্তির বর্তমান যে এক চক্ষু, তাহে
আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয়, সেইরূপ
এক পুত্রীর সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নি-
র্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্তনিদানে কথিত
আছে, “বহুপুত্রবতী নারী সুখসৌভাগ্যশালিনী।”
যে স্ত্রী বহুপুত্রপ্রসবিনী সে লক্ষ্যাক্রান্তা, অতএব
হরির মা ! বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব করিয়া
সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ, ইহাতে তোমার অপরাধ
আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সক-
লেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাইয়ের পাঁচটা মেয়ে
বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে।
আমার চারিটিই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদের

সেই মিলে আমারে সর্বদা তাড়না করে, বলে ‘এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।’ এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমারে নিগ্রহ কল্যে, আর বলে ‘এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর করে দিবো?’ তাই আপনি দয়া করে কিছু স্বস্ত্যোন ককন, যেন এবার মেয়ে হয়—আর আমি জ্বালা মৈতে পারিনে! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্য। (কর্ণে হাত দিয়া) আঁ একি শুনি? রাম, রাম, রাম! নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! কন্যা বিক্রয়! যাহা অবশ্যেও পাপস্পর্শে, এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণি-দিগের অভিকচি! হা ভগবান্, এ কি! পদ্মপুরাণে কথিত আছে “কন্যাবিক্রয়িণো নান্তি নরকান্নিকৃতিঃ পুনঃ।” যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে নরক হইতে তাহার বিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে। এবং ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে “যঃ কন্যাবিক্রয়ং যুতো মোহাৎ প্রকুবতে দ্বিজ। স গচ্ছেক্ষ-রকং ঘোরং পুরীষহ্রসংকুলং।” যে ব্যক্তি নিতান্ত-ধনহীনতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক-স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয়। এবং “কন্যাবিক্রয়িণঃ, পুংসো যুধং পশ্যেয শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজানতোরাপি কুর্যাভ্যাসদর্শনং।”

যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে
সেও সূর্য্যদর্শনস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক । “যৎ
কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কৰ্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুনঃ । শুভং তৎ
সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিকলতাং প্রতি । কন্যাবিক্রেতা
যদি কোন সংকৰ্ম্ম করে তাহাও তাহার বিকল হয় ।
আর অধিক কি বলিব “তদ্দেশং পতিতং মন্যে
যজ্ঞান্তে শুক্রবিক্রয়ী ।” কন্যাপুত্রবিক্রেতা যে স্থানে
বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয় । অপর কুল-
সৰ্ব্বস্ব এত্বে লিখিত আছে “ন কুৰ্য্যাদৰ্শসম্বন্ধঃ কন্যা-
দানে কদাচন” । কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত
কদাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যাবিক্রয়
দোষে লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অত্যাধি সজ্জন-
গণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন না
এবং দৌহিত্রযুথ নিরীক্ষণের পূর্বে জামাতৃগৃহে অভ্য-
বহারেও বিমুখ থাকেন । শাস্ত্রে এইরূপ শুক্র বিক্র-
য়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্জ্বল পাপপুঞ্জ
স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে ! বাহা হরির
মা ! তুমি একগে গৃহে যাও, আমি আলীকাদ করি-
লাম তোমার কন্যা হইবে, আর সন্তানন করিতে হই-
বেনা ।

তর্কবাগীশ ! শুনলে, কি কদর্য্য ব্যবহার ! কতখান
বিক্রয়, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য !!!

তর্ক । সম্পন্ন ব্যক্তির কি করে ? যাহারা দরিদ্র
তাহারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্বাহ নিমিত্তই
এই সকল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে ।

ধর্ম্ম । রেখে দেও তুমি সংসারযাত্রা । বুকে কি
পত্র নাই ?—নদীতে কি জল নাই ?—অরণ্যভূমিতে
কি স্থান নাই ?—পল্লবে কি শয্যারচনা হয় না ?—
সামবাহু কি উপধান হইতে পারে না ?—বল্কল কি
পরিধেয় নহে ? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অমূল্য-
সুখ কি না আছে ? কি না পাওয়া যায় ? সকলই
প্রাপ্ত হওয়া যায়—সকলই মিলে—তবে কি নিমিত্ত
এই মহাপাতক ?

তর্ক । মহাশয় ! বর্তমানকালীন মানবগণমধ্যে
শাস্ত্রে প্রজ্ঞা অত্যপ্প লোকের আছে, অলৌকিক যে
পাপপদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে ? সুতরাং
তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে ।

ধর্ম্ম । তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কতখান বিক্র-
য়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না ?

তর্ক । দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি ।

ধর্ম্ম । শুনবে, শুন ; আজন্ম পর্য্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক
যে কত্তার লালন-পালন করা যায়, পোষিত গৃহ-

কুঙ্কুটের স্থায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য ? বিশেষত কন্যাবাণিজ্যিকেরা পাত্রেব বিদ্যা, বুদ্ধি, স্নীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না ? যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নিগুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জন করে,—আহা ! তাহার কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর !!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটতেছে ।

তর্ক । দেশের অপকার কি ?

ধর্ম্ম । নয় কেন ? কোন ব্যক্তি, কণ্ঠ, ভুগ্ণ, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অমূল্য যৌবনধারণের বৈকল্য বিধান করিতেছে, কোথাও বা উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্ যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে, ইহাতে এ প্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটতেছে, দেখ দেখি ।

তর্ক । ভাল, প্রজার পক্ষে এমন অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন না ?

ধর্ম্ম । ঐত আক্ষেপের বিষয় ! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্তনে ও অপত্যবিক্রয়বারণে যদি রাজ-পুঙ্খেরা মনোযোগী হন তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু তাঁহার প্রজার ধর্ম্মে হস্তার্পণ করেন না ।

তর্ক । মহাশয় ! এতো ধর্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য্য তাহাই ধর্ম । এক ব্যক্তি যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে, কেহবা বিবাহ করিতে পারিবে না— ইহা কি প্রকারে বিহিত হয় ? বিশেষত “রাজ্যে মনুষ্য-বিক্রয় লইবে না” এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যাবিক্রয়নিষেধ হইতে পারে এবং “স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়” এ নিয়মেও কলে কলে বিবাহবাণিজ্যনিবারণ হইতে পারে ।

ধর্ম । হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ । আমিও এই বঙ্গ-রাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি, ক্রমশঃ রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন ।

তর্ক । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! আপনি ত কন্যাবিক্রয়ের দোষোদ্‌ঘাষণ করিলেন, ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি না ?

ধর্ম । কিছু কেমন ?

তর্ক । বলুন না কি দোষ, শুনিতে শুনিতে যাই— জানা থাকা ভাল ।

ধর্ম । ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না, অন্যে পরে কা কথা,

“ক্রয়ক্রীড়া তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে ।

ন সা দৈবে ন সা গৈজে দাসীং তাং কবরো বিহুঃ ॥”

ক্ৰীত বিবাহিত স্ত্রী দাসীতুল্যা, পত্নী মহে ।
আর তাহার পুত্রও ‘দাসপুত্র’ বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত
আছে ।

“ক্ৰীতা বা রমিতা যুঁলোঃ সা দাসীতি নিগন্ততে ।
তস্মাৎ যো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্ত স স্মৃতঃ ॥”

এবং বিক্রীত কন্যার পুত্রসকল ধর্ম্য হইতে বহি-
ষ্কৃত, তাহাকে চণ্ডালতুল্যও কহিয়াছেন ।

“বিক্রীতাস্যশ্চ কন্যারীঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ ।
স চণ্ডালইব জেয়ঃ সর্বধর্ম্যবহিষ্কৃতঃ ॥”

অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাহা
হইলে সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না ;—ব্রাহ্মণ
যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তবে সে স্ত্রীর পুত্র
তাহার ব্রাহ্মাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকলপুত্রের
অধম ।

“ন রাজ্ঞো রাজ্যাতাক্ স স্যাদ্বিপ্ৰাণাং ব্রাহ্মকৃষচ ।
অধমঃ সর্বপুত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥”

তর্ক । মহাশয় ! এ সকল প্রমাণ কোধাকার ?
ধর্ম্য । কেন ? অতি প্রাচীন দত্তক নীমাৎসাভে
ধৃত হইয়াছে ।

ভর্ক । তবেত ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি
যত্ন !

ধর্ম । হাঁ (শঙ্খবাহু শুনিয়া) চল চল আমরা
যাই (কিয়দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী,
চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক ।

ভর্ক । যে আজ্ঞা, আপনি অগ্রসর হউন ।

[বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান ।



পঞ্চম অঙ্ক

শিশুকে সঙ্গে লইয়া স্তম্ভতির প্রবেশ।

স্তম্ভতি। (শিশুর প্রতি) বাছা একবার ডাকনা, মদ্যে গেল কোথা ? কলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলা-বেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন ?

শিশু। ওমা, তুই আমাকে কলারে নে যা, আমি ডোর সঙ্গে যাব।

স্তম্ভতি। বাছা ! আমি কি সেখান যেতে পারি।

শিশু। কেন পারিলু নে—তুই পারবি।

স্তম্ভতি। আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব ?

শিশু। না, তুই মেয়ে মানুষ নয়—তুই যাবি—আর, আমার সঙ্গে আর (অঞ্চলাকর্ষণ)।

স্তম্ভতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে করবে, তুই ডাক, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা ! কাকে ডাকব ? কে নে যাবে যা !

স্তম্ভতি। সেই মিসেসকে ডাক, —থাকে থাকে নি-উদ্দেশ হয়।

শিশু । কোন মিসেকে মা ? যে আমাদের ঘর
ছেয়েছিল ?

সুমতি । না না, তাকে কেন ?

শিশু । (সজলনয়নে) তবে আবার কোন মিসেকে
ডাকবো ?

সুমতি । সেই কতাকে রে কতাকে ; ছেলেটা ও
ভেন্নি ।

শিশু । কোতাকে, তাই বলনা কেন ।—আর তু
তু তু ।

সুমতি । (সক্রোধে) না রে পোড়া কপালে
ছেলে, কুকুরকে কেন ?

শিশু । (সরোদনে) আঁ, আঁ তুই যে বলি
কোতাকে, তবে আবার কোতা কে ?

সুমতি । সেই তোদের তাকে ।

শিশু । (সান্তিলাবে) ওমা । আমাদের তাকে কি
আছে মা ? বলনা, মা বল ।

সুমতি । কি দার হলো ! এখানেও কেউ নাই যে
বলে দেয় ।

উদরপরায়ণের প্রবেশ ।

উদর । কালে কালে সব গেল কি হইল তাই ।

পূর্বস্বত কলার নয়নে দেখি নাই ।

থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি ।
 খাইতে খাইতে তাহা হইত অকুচি ॥
 দিন দিন কত কত জুটিত ফলার ।
 এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার ॥
 এমন দুর্ভাগা দেশে মারী ভয় নাই ।
 ভাবি তাই কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই ॥
 বিবাহের দফা রক্ষা বজ্জালে করেছে ।
 খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে ॥
 তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।
 কলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ॥

হার কিছুই হলো না ! এতটা পরিশ্রম করি-
 লাম ।

পরিশ্রম হলো সার নাহি মিলিল কলার
 কল আর জীবনে কি আছে ।

গৃহঅগ্নে নাই কচি ভাজিছি লক্ষ্মীর খুচি
 লুচি বিনে কিসে শ্রাণ বাচে ॥

শিশু । (আক্লান্দে) ওমা, ওমা, এই যে বাবা
 এয়েচে ! আমি বাবার সঙ্গে যাব ।

উদর । কি রে তুই এখানে কেন ? একা এসেছিস্
 নাকি ?

শিশু । (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্বক)

এই যে বাবা এয়েচে, এই যে বাবা এয়েচে, ও বাবা !
ও বাবা ! আমি যার সঙ্গে এইচি, ঐ মা দাড়িয়ে
আছে ।

(হস্তদ্বারা দর্শায়)

উদর । (স্মৃতির প্রতি সক্রোধে) কি ! এমন
যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর ! লজ্জা নাই !
ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পোলে বুঝি হবে
না ? এই চারিদিকে পুকুর, এখানে আসা, দেখবি
একবার ?

শিশু । বাবা, মা তোকে ডাকতে এয়েচে ।

উদর । আমাকে ডাকতে এসেছে কি আর কাকে
ডাকতে এসেছে, তার নিশ্চয় কি ?

স্মৃতি । (সভয়ে) কলারের কথা বলতে এসেচি ।

উদর । (সানন্দে) আঁ, কি বলি ? নিকটে আর,
নিকটে আর, এখানে কেহই নাই, এত লজ্জাই কি ?
ভাল তুইত আর নবদ্বারাগমনের বোঁ নোস্, (স্মৃতিকে
নিকটে আনিয়া) কি বল-দেখি, কলার জুটেছে, বলিস্
কি ! নিমন্ত্ৰণ না অনিমন্ত্ৰণ ?

স্মৃতি । অনিমন্ত্ৰণ আবার কি ?

উদর । তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝিবি ? নিমন্ত্ৰণ
অপেক্ষা অনিমন্ত্ৰণে অধিক মজা, নিমন্ত্ৰণে পেটে হয়,
অনিমন্ত্ৰণে পেটে পিটে হয়েতেই হয় ।

স্বমতি । তা এত আমি জানিনে ; বাড়ুঘ্যের বাড়ী
নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, সেখান বে ।

উদর । ঐ ও পাড়ার কুলপালকের বাড়ী ? কলার
কেমন রকম ?

স্বমতি । (সান্নিধ্য) কলার আবার কেমন রকম,
কথা শুন্লে গা জ্বালা করে ।

উদর । হা ফেপি, কিছুই জানিস্নে ! কলার তিন
প্রকার ; উত্তম, মধ্যম, আর অধম । ইহাদের প্রত্যে-
কের লক্ষণ শুনবি ? শুনে রাখ, যদি কখন কাষে
লাগে ।

উত্তম কলার ।

ঘিরে তাজা তণ্ডুলুটি দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই ।

ছকা আর শাক তাজা মতিচূর বঁদে খাজা

কলারের জোঁগাড বড়ই ॥

নিধুতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা

শুনে নকসক করে নোলা ।

হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা

যত খাই তত হয় ভোলা ॥

খুরি পুরি কীর তার চাহিলে অধিক পার

কাতারি কাটিয়ে শুকো দই ।

অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাথে
উত্তম কলার তাকে কই ॥

মধ্যম কলার ।

সক চিড়ে শুকো দই মত্তমান কাকা খই
খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয় ।
মধ্যম কলার তবে বৈদিক ত্রাঙ্কণে কবে
দক্ষিণাটি ইহাতেও রয় ॥

অধম কলার ।

শুমো চিড়ে জলো দই তিত শুড় খেনো খই
পেট ভরা যদি নাহি হয় ॥
রৌদ্ধুরেতে মাধা কাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম কলার তাকে কর ॥

এইত তিন প্রকার কলার, তা সেখায় কোন
প্রকার ?

সুমতি । তা আমি কি জানি ? আমি ত সেখায়
বাই নাই ।

উদর । পায় পায় বেতে পারিসনে ? এবার
অবধি বাইলু ।

সুমতি । (সহাস্য মুখে) ভাল তাই হবে, এখন
ভূমি বাও আর রক্তে কাষ নাই ।

উদর । চলো—হুগী হুগী ।

শিশু । ও বাবা ! আমি যাব ।

উদর । (সক্রোধে) আঃ পোচু ডাক্লি, দু'র হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি ফলার পেলাম, এই তার দকা রকা হলো ।

সুমতি । ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি ? তুমি ওকে সঙ্গে নে যাও ।

উদর । হাঁঃ, একেত সেই থুবড়ো মেরেন্দের বে, তায় আবার এই অযাত্রা । তুই ওকে নে ঘরে যা ।

শিশু । (সরোদনে) ঐ ঐ ঐ—ওমা আমি যাব ।

সুমতি । (ঈষৎক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও কি তোমার তাগ কেড়ে খাবে ? ছেলে মানুষ, কঁাজচে ।

উদর । মর যাগি, ওকে নে গে কি হবে ও কি ফলার কতো শিখেছে ? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, ফলার কতো পারবি ?

শিশু । হা আমি পারবো ।

উদর । ভাল, কেমন পারবি বল দেখি, কখানা পাত পাতবি ?

শিশু । আমি এক খানা পাত পাতবো ।

উদর । (সজ্জতক্বে) এক খানা পাত ? তবে খাবি বা কিসে—নিবি বা কিসে বল দেখি ?

শিশু । আমি সব খাব ।

উদর । তবেই হলো, আচ্ছিও তুই কিছুই শিখ-
লিনে ?

সুমতি । আঃ, শিকিই কেন দেও না ? তুমি কি
পেটে থেকে পড়েই শিকেচ ? ছেলে মানুষ, কি জানে,
এত তাড়না কর কেন ।

উদর । আঃ মলো, এ মাগী বলে কি ? কলার কি
কেউ কাক শেখায় ? আমি আপনাতোই শিখিছি,
কিন্তু ছেলেটা আমার ভেমন হলো না । হবে কি, তুই
যে প্রতিদিন সকালে পাতেৱ তাড়ি, দোত, কমল দে
সাজিয়ে গুজিরে পাঠশালে পাঠাইস, তাতেই উচ্ছন্ন
গেল । কালির ঝাঁক পাড়লে ধার কর্জ হয় জানিস
নে ? আমারও ঐরূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ
আমাকে শুক মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন প্রায়
পাঠায়েছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়ে-
ছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল, সেই মা বাপ অমনি
অন্ধা পেলে, আর আমার পার কে । তুই ভেমনি এ
ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিল, ওকে নষ্ট করবি ?—
যা ইচ্ছে । আমি ওরে নে যেতে পারিবো না ।

শিশু । (সরোদনে) আমি যাব, ঝাঁ ঝাঁ ।

সুমতি । ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পার না, নে
যাও, খেয়ে আসবে ।

উদর । ভালই খেতে পার না—মন্দ সামগ্রী খেতে

পাবে না কেন ? তুই মাগি ভারি ছুট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্ ।

সুমতি । তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কাঁচ নাই ।

উদর । কি আপদ, ওকে নে গে কি হবে ? ও কি খেতে শিখেছে ? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই কলার কতো শিখিছিস্ ?

শিশু । (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি ।

উদর । আচ্ছা, বল্ দেখি কেমন শিখিছিস্, কলারে গে কি খাবি ?

শিশু । বাবা ! আমি পরমাত্র খাব ।

উদর । দেখলি মাগি, দেখলি ; ও বানর সন্তান—
ওর কি বুদ্ধি আছে, কলারে কি পরমাত্র থাকে ?
(শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচূর, সন্দেশ, দই, এই
সকল আছে, এর মধ্যে আগে কি খাবি ?

শিশু । আমি আগে দই খাব ।

উদর । (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্বক) মরে যা,
এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল ! আগে দই
খেলে কি আর কিছু খেতে পারে ?

(রোরদ্যমান শিশুকে অভিমানে জোড়ে লইয়া গৃহে
সুমতির প্রস্থান)

যাক উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পাশে গমন) কৈ

কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব ? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ছায়ালঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন ।

ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ ।

ছায়া । কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ ?

উদর । আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন না ?

ছায়া । (নম্র লইয়া অট্টহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে ? ও পাড়ায় একটা বুঝোৎসর্গ ।

উদর । আমি শুনিলাম বাঁড়খোর বাড়ী নাকি বে ।

ছায়া । হাঁ হাঁ, তাই বটে । কুলপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি বৎসভরী চতুর্ভয় সহিত বুঝোৎসর্গ । তা সে জানে গমন করিয়া কি হইবে ? কিছুই না, চতুষ্পাঠীর অর্দ্ধ মুজাও পাওয়া দুষ্কর । কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ ?

উদর । আমি কুলীন মৌলিক খুঁজি না, চৌপাড়ীর টাকারও অনুসন্ধান করি না ; বুঝিতে পারি, কলার ভাল হলেই বে ভাল হয় ।

ছায়া । হাঁ, তাহা তোমার পক্ষে বটে ।

“কস্তা বরয়তে রূপং যাতা বিত্তং লিভা ক্রতং ।

বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি যিষ্ঠায়মিতরে জমাঃ ॥”

অর্থাৎ কস্তা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল

বিবাহ বোধ করে; কন্যার মাতা—যে বরের ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থ হয়; কন্যার পিতা—বিদ্বান্কে জামাতা করিতে নিতান্তই অতিলাবী থাকে; এবং কন্যার ভ্রাতা, পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কোলীয়া বিবেচনা করে; অগ্র্য্য ব্যক্তির—উত্তম মিত্র পাইলেই অতুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে কলার হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, ঠিক বলেছেন। তবে যাবেন না কি ?

হ্যাঁ। চল যাওয়া যাক, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আনুন মহাশয় ! (উভয়ের কিঞ্চিদামন)।

হ্যাঁ। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

জনকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ।

মাধবী। (স্বগত) আঃ, এ পোড়া বসন্তকাল আর কত কাল থাকিবে ? যায় যায় তবু যায় না, আর যে বাঁচি না ?

দুর্ভাগ্য বসন্ত কাল এষে যুবতীর কাল

কাল পেয়ে কি কাল মটার।

পতির বিচ্ছেদবাণ কত আর সহে প্রাণ

বুঝি জ্ঞান নাহি ইথে পাণ ॥

কলঙ্ক শশাঙ্কোপরে সুধাময় বিষকরে

বরিষণ করে নিরন্তর ।

নাম তার নিশাকর লোকে কহে সুধাকর

আমি বুঝিলাম বিষাকর ॥

মঞ্জরিল তরুগণ ফলপুষ্পে সুশোভন

লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে ।

হেরিয়া চূতমুকুল অলিকুল অনুকুল

ব্যাকুল হইল মধুলোভে ॥

বিহঙ্গম ঝাঁকে ঝাঁকে শাখার শাখায় ডাকে

কল কল ধ্বনি অবিরত ।

অতি সুমধুর স্বরে গান করে পিকবরে

কুহু কুহু শব্দ করে কত ॥

পাখি বহুকথাকহ বলে বহু কথা কহ

শুনি মনে শোক উপজিল ।

বনের পাখীর কথা, শুনে মনে পাই ব্যথা

কালে কালে কি কাল ঘটিল ॥

কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে মত্ত হয়ে রস রঞ্জে

অনন্তর যজ্ঞ পূর্ণ করে ।

সারি সারি শুক সারি গান করে কত সারি

মরি মরি কি হলো অন্তরে ॥

মরাল মরালবধু কেলি করে পেয়ে বঁধু
 দেখি মোর বঁধু মনে হয় ।
 দিবে কি সে দিম বিধি পাব কি সে গুণনিধি
 পাইলেও না হয় প্রত্যয় ॥

লরোবর সুনির্মল শত শত শতদল
 তাহে আর নানা জলকুল ।
 কমলিনী সুসংমানে নিরন্তর মধুদানে
 পরিতোষ পায় অলিকুল ॥

মাধবীর মকরন্দ তরে হয়ে মন্দ মন্দ
 গন্ধবহ বহে নিরন্তর ।

মলয় আলয় ছাড়ি সদা ফেরে বাড়ি বাড়ি
 বিরহীর দহিতে অন্তর ॥

এ সব সামন্ত যার বসন্ত নাম তাহার
 অনুমানি মদনপ্রেরিত ।

ছাই হয়ে ছাই হলো মরে বাঁচে দেখা গেলো
 হায় হায় একি বিপরীত ॥

এবার করেছি পণ পূজে সেই ত্রিলোচন
 বর মেগে লব মনোমত ।

কন্দর্পের দর্প চূর্ণ পুন হলে আশাপূর্ণ
 এবার না বাঁচে হলে হত ॥

মহিলা । (পশ্চাত্তাপে দেখিয়া) কেও ? ওলো
 মাধবি দিদি ! চলে আর আর, একা একা কি বল-

চিস্?—এটু শীত্রি আর, কলসীই কি এত ভারী?
জল বৈ তো নয় ।

মাধবী । যাই গো যাই, এটু দাঁড়া । (নিকটে
আগমন)

মহিলা । আহিস্তো ভাল ? অনেক দিন দেখিনি
কেন ? (দেখিয়া) কেন বোন্ এত কাহিল হয়েচিস্
কেন ? মুখ মলিন, এমন বিস্ত্রি কেন হলি ?

মাধবী । আর সখি বিস্ত্রির কারণ জিজ্ঞাসা কি
করিতেছিস্? এই সরস মধুসময়ে মধুকরের সম্পর্ক না
থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয় ?

মহিলা । না তাই, তোর কথা বুঝা যায় না, তুই
খান্‌তুই বহি পড়েছিলি, তাই একবারে অধ্যাপক
ডাটাচাষির মত কথা কইস্ । ভাল করে না বলো
আমি বুঝতে পারি নে ।

মাধবী । সখি ! তোর মন এমন সরল যে আমার
কথাও বুঝিতে পার না ? বলি কি, কৃতান্ত তুল্য
হুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্তঃ-
করণ অশান্ত হইয়াছে, তাহাতে কি রূপে সরসবদনে
মদনরাগ সহ্য করি ? তাই স্তানমুখে আছি ।

মহিলা । তাই, তুই মদন মদন কচ্চিস্ মদন আবার
কে ? আমাতো এত বয়েস্ হইয়াছে আমি কখন মদন
খাইও নি, ছুঁইও নি; তা বল্‌না তাই মদন কেমনতর ?

মাধবী । (হাস্য মুখে) মদন কি খেতে ছুঁতে হয় ?
সে এক জন দেবতা, কিন্তু পূজা করিলে তুষ্ট হয়
তেমন দেবতা নয় ।

মহিলা । তবে কেমন দেবতা ? অপদেবতা ? এই
ভুত টুত যেমন তেমনি নাকি ?

মাধবী । ভুতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভুতে
পেলে মল্ল তন্ত্রে ছাড়ে, ইহার আর সে যো নাই ।

মহিলা । (সভয়ে) ওমা কি হলো ? পাছে
আমায় পায় । ওলো মাধবি দিদি ! কোথা যাব ?
রাম রাম ।

মাধবী । মরণ আর কি, এই যে কথায় বলে “হস্তীর
কাঁধে এসে যায়, হান্না দেখে ভয় পায়” তাই যে দেখি ।

মহিলা । না দিদি যথার্থ আমার ভয় হয়েছে ।

মাধবী । ভয় কি লো ? সেকি সত্য সত্যই ভুত !
ভুত নয় রে সে অদ্ভুত ।

মহিলা । তবে সে কি করে ? তার ক্রমতা কি ?

মাধবী । তার অসাধারণ ক্রমতা ! তার বিক্রম
অতি আশ্চর্য্য ।

মলয়ের সমীরণ রণরথ যায় ।

পঞ্চাধিক নাহি শর যুদ্ধ করিবার ॥

নিজে সে অভ্রু কাম কুসধনু করে ।

যে ধনুর ছিল বাঁধা মত্ত মধুকরে ॥

বসন্ত সামন্ত মাত্র নাহি অশ্রু মিত্র ।
 তথাপি সে বিশ্বজয়ী এ বড় বিচিত্র ॥
 নিজরও যার বাণে সদা জর জর ।
 কার সাধ্য তার বাণে হয় আশুসর ॥

সে দুর্জয় মদন কি না করিতে পারে ? এই বিশ্ব-
 সংসারে তাহার অসাধ্য কি আছে ?

মহর্ষি ত্রক্ষর্ষি দেব দেবর্ষি দানব ।
 গন্ধর্ষ কিন্নর ষক্ষ রাক্ষস মানব ॥
 কন্দর্প করিয়া দর্প বাণ যদি ধরে ।
 অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে ॥

মহিলা। সে কি সই ! বলিস্ কি ? মুনিঋষিগণ
 যারা বড় জ্ঞানী, তাঁরাও কি তার বাণে মুগ্ধ হয় ?
 মাধবী। তার আশ্চর্য্য কি ?

পুরাণ প্রবন্ধে শুনি বিশ্বামিত্র মহামুনি
 যিনি তপোধনের প্রধান ।

বিদ্যাধরী মেনকার রূপ হেরি চমৎকার
 তিনিও ধরিতে তারে যান ॥

সর্বদেব পুরোহিত হিতাহিত সুবিদিত
 বৃহস্পতি সদা ধর্ম্মে রত ।

ভৈরব রমণী পেয়ে নিজ ধর্ম্ম পালরিয়ে
 হন তার সঙ্গমে উদ্ধত ॥

বরসে প্রবীণ অতি পরাশর মহামতি

দাস কহা করেন দুষণ ।

শুনি সখি একি রঙ্গ অত্রি করে যুগীসঙ্গ

স্মরের এমন শরাসন ॥

শচীপতি দেবরাজ শুনলো তাহার কাষ

লাজ নাই দেবতা হইয়া ।

কুটীরে না হেরে মুনি প্রবেশিয়া সে অমনি

রঙ্গ করে অহল্যারে নিয়া ॥

বিধাতা হইয়া কামী আপন তনয়গামী

সূর্য্য করে বড়বা লঙ্ঘন ।

গুরুপত্নী হরে ইন্দু ধরেছে কলস্তবিন্দু

আছে দেখ তার নিদর্শন ॥

সই ! সেই পোড়া মদন সব পারে, তার আশ্চর্য্য
কিছুই নাই ।

মহিলা । তাকে কি কেউ শাসন কতো পারে না ?

মাধবী । কখনই কেহ পারে নাই, কিন্তু একবার
মহাদেব সেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করেছিলেন ।

মহিলা । খুব করে চিলেন । একেবারে মেরে
কেল্লাই ডাল হতো ।

মাধবী । হাঁ, একেবারেই নষ্ট করেছিলেন, কিন্তু
তাহার স্ত্রী রতির বড় ককণ রোদন শুনিয়া তাকে
আবার প্রাণ দান দেন !

মহিলা । হাঁ দিতে পারেন, লোকে তাঁহাকে আশুতোষ কহে ।

মাধবী । সে কন্দর্প তদবধি সেই ভয়ে আর পুরুষের নিকটেও যায় না, কেবল অবলা স্ত্রীজাতির প্রতিই দৌরাণ্য প্রকাশ করে । বিশেষত বিরহিনী দেখিলে তাহার অধিক প্রতাপ প্রকাশ পায় । অতএব আমি কাস্তবিহীনা, সুতরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হইতেছে, আর আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিস্ ?

মহিলা । তুই ভাই আপনার রূপের গৌরবেই মচ্চিস্, তোর উপযুক্ত কাস্ত কি এ পৃথিবীমধ্যে নাই ? এতো লোক আছে কেহই তোর কাস্ত হইতে পারে না ? আমার ভাই, তেমন রূপ নাই আমার কত শত কাস্ত গড়াগড়ি ছড়াছড়ি যাচে ।

মাধবী । মহিলে ! কি কহিলে ? পরপুরুষাভিলাষ করা কুলকামিনীদিগের অতি অসুচিত । পতি-ত্রতোপাখ্যানে দেখিরাছি “পতিসেবাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম ।”

মহিলা । (সোৎসুকা হইয়া) অলো সই, পতি কি ? কাকে বলে বলনা শুনি ? আমরা ত কুলীনের মেয়ে, পুরাণ শুন্তে গে কথকের মুখে এক বার পতিশব্দ শুনেছিলাম, আর এই তোর কাছে শুকি, কখন ত দেখি নাই সে কেমন ।

মাধবী । যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই
তোর পতি । কেন সখি ! তোর কি বে হয় নাই ?

মহিলা । হাঁ, অনেক কাল হলো আমার বে
হয়েছিল বটে, তা সে যিনি বে করে ছিলেন, সেই
তি নিই কি আমার পতি ?

মাধবী । হাঁ সখি ! সেই তোর পতি ।

মহিলা । সে আমার পতি ত নয়, সে কেবল
অধর্ম্মেই পতিত ।

মাধবী । কেন ভাই ! এমন কথা বলি ?

মহিলা । বলি কেন, বলি সে ত আমার নয়ন-
পথে কখন পতিত হলো না ; তাহা দ্বারা দুঃসহ
যৌবন যাতনা হইতে ত নিস্তার পেলেন না, তবে সে
কি পতি ? তাকে পতি বলবো কেন ?

মাধবী । (সপরিহাসে) তবে কাকে বলবি বল ?

মহিলা । কেন ? বলবার আবার ভাবনা কি ?
কত লোক আছে । আমি ত তোর মত নৈ, কেন
হবো ? লোকে বলে “আমি কুরালে আমি, যৌবন
কুরালে কাঁদ্যে বসি” এমন সুখের সময় কেন দুঃখে
কাটািব ? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিকল
করিতে ছিস্ ?

মাধবী । মহিলে । কি कहিলে ? কুলকামিনীদিগের
পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ । যদি বিধি

নিরবধি সেই গুণনিধিকে বঞ্চিত করেন, কি করি।
এই অকিঞ্চিংকর যৌবন তার চির দিন কি সঞ্চিত
থাকিবে ? কখনও কালের মুখে পড়িবে না ? না
পড়ুক পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টি প্রদান করিব না।

মহিলা। তোর ভাই। যেমন কথা,—পরপুরুষ
আপনপুরুষ, কি লো ? পুরুষ হলেই হয়, আমি যা
বুঝি।

আপনার বল কারে আপন নাহি সংসারে
শুন সেই বলি কিছু সার।

সকলি জেন লো পর পর বিনা হিতকর
কেহ নহে কদাচ কাহার ॥

জন্ম হয় পর ঘরে বিবাহ করিয়া পরে
পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।

পরঘরে হয় বাস পরদ্রব্যে অভিলাষ
পরবৈ কে কারে কোথা পায় ॥

পরে প্রেম করে দান পর প্রতি অভিমান
হয় সবে পর সুখে সুখী।

পরদুঃখে দুঃখ পায় পরের প্রেমের দায়
পরস্পর দেখে বিধুমুখি ॥

অমূল্য যৌবনধন পরে হবে বিতরণ
পর নিয়া থাকা চির দিন।

পরের সঙ্গে সঙ্গী পররকে সদা রঙ্গী

দেখ সখি পরে পরাধীন ॥

শুনলি, আর কেন ? এখন আর আমার সঙ্গে ।

মাধবী । সখি ! লোকে বলে “কুকর্ম করিলে
পরকাল যায়” তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত
পরকালটা নষ্ট করিব ?

মহিলা । (হাস্যমুখে) মাধবী ! তোর বোধ নাই
“পরকাল পরের কথা” তা বলে কি এখন উপস্থিত
সুখে বিমুখ হওয়া যায় ?

মাধবী । হাঁ তাও বটে, কিন্তু আপাতত এই যে
পোড়া পাড়ার লোকে অখ্যাতি করিবে তার কি করি
দিদি ?

মহিলা । কে জ্ঞানন্তে পারিবে ? তুইও যেমন বোন্ ।

মাধবী । প্রথমে নাই জানুক, কিন্তু ‘তা হয়’
তবেই বিজাট ।

মহিলা । বিজাট কি ? ‘তা হয় । অপূর্ব একটি
মুখুয়া হবে’ ।

মাধবী । হি সখি ! সে কেমন ? লোক হাসিবে,
তাঁচে ত তা ভাল ?

মহিলা । ভাল বটে, কেন করি ? এতেই লোক-
নিন্দা কি ? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন
কটা আছে ।

মাধবী । ভাই ! যা বাপ্ কিছু মনে কর্যে না ।

মহিলা । (হাস্য মুখে) তুই বড় নেকা, তাঁরা কি জানেন না ? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন । তা করিস্, আপনাই ভাল, ভালজ্ঞানে বলিলাম তা আমি এখন যাই ভাই ।

মাধবী । (লককণবাক্যে) দাঁড়া দিদি ! যদি সব বলি তবে একটা কথা বল এখন আমি কি করি ?

মহিলা । (সজ্জভঙ্গে) পারিস্ত আমার সঙ্গে ক্রীড়ি, আর কি করি ?

মাধবী । তুই আমার রক্ষা কর, তুই না করিলে কে করিবে । চল তাঁর সঙ্গে যাই, যা করিস্ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।



ষষ্ঠ অঙ্ক



জাহ্নবী ও শান্তবীর প্রবেশ ।

জাহ্নবী । অলো শান্তবি ! একি শুভে পাই লো,
সত্যি সত্যিই নাকি বে ?

শান্তবী । হাঁ দিদি ! বুঝি সত্যিই হলো গো, সব
উয়ুগ হচে দেখিলাম ।

জাহ্নবী । হায় কি বলিব !

নির্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান ।

পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান ॥

যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান ।

মিথ্যা নয় লোকে কর এতিন সমান ॥

তাই ! এখন আমার বিবাহ হলে কি হবে ?

যখন সে সরোবর তুল্য কলেবর ।

নির্মল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর ॥

চিকণ চিকুরচর শৈবাল সমান ।

ক্রতক ভরক রঙ্গ সদা বিদ্যমান ॥

কুচ কুমুদের কলি বদন কমল ।
 ত্রিষিত পঞ্চিক মন মধুপ চঞ্চল ॥
 নয়ন শকরী প্রায় কটাক মরাল ।
 স্নশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল ॥
 মৌবন জলদ কাল অতীত দেখিয়া ।
 অমনি সৈ সরোবর গেল শুকাইয়া ॥
 এখন আইল পান্থ সস্তাপ পাইয়া ।
 উহাকে নীতল তবে করিব কি দিয়া ॥

শান্তবী । হোক না, দেখা যাকু ।
 জাহ্নবী । তোর বরং হয় হোক, আমার কি আর
 বের সময় আছে ? আমি অন্তদস্ত হীন হলেম, এখন
 তীর্থে যাওয়াই আমার উচিত ।

গায়ে দিয়া নামাবলি মুখে হরি হরি বলি
 চলে যাব নানা তীর্থ স্থান ।
 দেব দ্বিজে যথাশক্তি পূজিব করিয়া তত্ত্ব
 মুক্তি পথ করিব বিধান ॥
 এবার সেখোর সাথে বাইয়া কেতের রথে
 জগন্নাথ করিব দর্শন ।
 পরে বারাণসী বাস করেছিলু অভিলাষ
 বুঝি তার হইল খণ্ডন ॥

ভাল শাস্ত্রবি ! কি এখন আমি 'শিংভেঙে' বাছু-
●রের পালে মিশ্বো ?

শাস্ত্রবী । দিদি ! ক্ষতি কি হলোই বা ।

জাহ্নবী । ছি ! ছি ! বলিস্নে ! বলিস্নে ! লজ্জা
করে ।

হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে ।

বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে ॥

পোড়ামুখে আসে হাসি এ কথা শুনিয়া ।

কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া ॥

বাঁধিতে হইবে নাকি খোঁপা পাকা চুলে ।

দাঁত গেল মিষি কি ঘষিব দস্তমূলে ॥

আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই ।

হায়রে বজ্রাল তোরে বলিহারি যাই ॥

অলো শাস্ত্রবি ! সে যা হোক, কামিনী কোথায়,
কিশোরীই বা কোথায়, জানিস্ ? আমিও অনেক কণ
তাদের দেখি নাই ?

শাস্ত্রবী । এখনকার মেয়েছেলের কথা কি বল্বে
দিদি ! শুনলেম তারা নাকি বর দেখে গেছে ।

জাহ্নবী । মরণ আর কি, না দেখে গেলে হয় না ?

শাস্ত্রবী । আমি দেখি তারা আশে কি না
(কিঞ্চিৎ গিয়া) ঐ যে কামিনী, কিশোরীকে সঙ্গে
করে আশে ।

কামিনী ও কিশোরীর প্রবেশ ।

কামিনী । প্রকুল্ল বকুল ফুল গন্ধে অন্ধ অলিকুল
অনুকুল মলয় পবন ।

প্রবোধ না মানে মন সদা করে আকিঞ্চন
বল্লালিকে দিতে বিসজ্জন ॥

কুলে কালি দিয়ে কালী বলে চলে যাব কালি
ষটকালী কি করিবে আর ।

যৌবন অমূল্য ধন করিব গে বিতরণ
নাহি ভয় থাকিবে কাহার ॥

(শাস্ত্রবীকে দেখিয়া) ও যেজ্জিদি ! দেখিচি'
দেখিচি, দেখিচি ।

শাস্ত্রবী । কি দেখিচিস্ রে কোথা গিছিলি !

কামিনী । যা দেখবার তাই দেখিচি, দিদি !
তোর চর্ম্ম চক্কর সার্থক হলো না আমি বর দেখতে
গিছিলাম আমার বাবা বর এনেচে ।

শাস্ত্রবী । বলনা বোন ! কেমন বর—কি কচ্যে—
কোথা আছে ।

কামিনী । দিদি ! শুনবি ?

দেখিলাম বাসার বসিয়া আছে বর ।

প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর ॥

রূপের কি রূব কথা অতি অপরূপ ।
 ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ ॥
 সিদ্ধিতে না হয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা ।
 ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা ॥
 শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুণ ।
 গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ ॥
 গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ ।
 এ বর সে দিগম্বর খেপা বোমকেশ ॥
 তমাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে ।
 বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে ॥
 মরণ পোড়ার মুখে কেনবা এসেছে ।
 চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে ॥

শুনলি বরের কথা, আর বেতে সাধ আছে দিদি ।
 তা আমাদের যা হোক, বড়দিদির কি কপাল !
 শান্তবী । কেন লো ! তার কি হয়েছে ?
 কামিনী । (নিকটে দেখিয়া সপরিহাসে) হাঁ এই
 যে নাম কতো না কতো বড়দিদি এয়েচে ।
 জাহ্নবী । কিলো কামিনি ! কি বল্‌চিস্ বল্‌ না
 শুন ।
 কামিনী । বড়দিদি ! বলি এমন কিছু নয়, তোর
 কথাই বল্‌চি, বলি তোর কি কপাল !

জাহ্নবী। কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন?
কামিনী। (করতালি প্রদান পূর্বক) এই “যেমন
দেবা ভেম্বনি দেবী” মিলেচে ভাল ।

শান্তবী। (জাহ্নবীকে আধোমুখী দেখিয়া) তা
চল্না ভাই ! যরে গে বাবাকে বলি, এমন বে কি না
দিলেই হয় না !

কামিনী। বাবা কি কর্যো ভাই ! তাঁর দোষ কি !
সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া ।

শান্তবী। সে কি ? ও কথা বলিস্নে বাবারই সব
দোষ ; তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্যবরে
আমাদিগকে দিলেন না ; তা যা হোক বড়দিদি ! এ
বের কল কি বল দেখি শুনি ।

জাহ্নবী। কল নাই এমন কথা ! দ্বাদশীর দিন
শ্রকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কত কল আছে ।

শুনিতে পারি না আর যরে যাই চল ।

এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশি কল ।

[সকলের প্রস্থান ।

বিরহিণকাননের প্রবেশ ।

বিরহী। এই যে বেলা অবসন্ন হইয়াছে । একণ
ভগবান্ মরীচিমালী বিশ্বসংসারবাপিনী কিরণ-
মালাকে সংহরণ পূর্বক অপূর্ব শাস্ত্যুত্তি ধারণ করি-

রাছেন,—সূর্য্যদেব জলধিবলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টন করিয়া পথশ্রান্ত পথিকের ত্রায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচলচূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি আশ্চর্য্য! যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লভকীর্ত্তি কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাভীত ছিল, তাহা এক্ষণ সুদৃশ্যভাবে বিশ্বত্রকাণ্ড সুশোভিত করিতেছে। (সবিস্ময়ে) এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্তবর্ণ হইল এই কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবী বিরোগ ভাবিনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্তবর্ণ হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিম সিন্ধু সলিলে পতিত হইল।

অতিরক্তবপুঃস্থলদাতির্বমুহীনো বিগতাস্বরো রবিঃ ।
পততি প্রতিবারি বাকনী বহুসেবাকলমেতদেব হি ॥

শরীর লোহিত বর্ণ স্থলিতগমন ।

বসু* হীন হলো রবি করি বিতরণ ॥

অস্বর† ত্যজিয়া পাড়ে জলধির জলে ।

কেবল বাকনী ‡ বহু সেবনের কলে ॥

* কিরণ ও ধন । † আকাশ ও বস্তু । ‡ পশ্চিমদিক্ ও নদ্য ।

অতি বেগে সূর্য্যমণ্ডল সুদূর গগনতল হইতে
সমুদ্র জলমধ্যে পতিত হইলে তাহার অতিষাৎ জন্য
সমুখিত জলবিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত
হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে ?

অয়মেতি বিস্তৃতকরঃ পুরতো।

দ্বিজরাজ ইত্যতিভয়াং রূপণঃ ।

বিরলীবভুব রবিরাস্তবমুর্নহি

যাচকেহ্ভিমুখতা সুলভা ॥

দ্বিজরাজ* সমাগত কর† প্রসারিয়া ।

দেখি বসু ‡ নিয়া রবি গেল পলাইয়া ॥

একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয় ।

রূপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয় ॥

জগতীতল একগে অস্বাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির
হৃদয়ে নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং
সুশীতল হইল ? অহহ ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহা-
রও সংকোচ নাই। যিনি নির্মল কাবেরী বারিপুরে
আপ্নুত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন, যিনি অসামান্য
দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে
যশোরশ্মি সমুপার্জন করিয়াছেন, যাহার লোকজয়-
চমৎকারী ধীরত্ব, এবং যিনি জগতের প্রাণস্বরূপ,

* চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ । † কিরণ ও হস্ত । ‡ কিরণ ও ধন ।

তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ প্ররাণে প্রয়াসী হইয়া
অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ প্রদানে উদ্যত !

পিকবর !—তুমি মিষ্টভাষিতাদিগুণে ভূষিত
হইয়াও আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ, সপক্ষ
হইয়াও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; অথবা তুমি
বনচর সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচনা
কি ?

হে মীনকেতন !—তোমার এমন বিসম্বাদিনী
প্রবৃত্তি কেন, তোমার যে নিজ নিকেতন মাদৃশবিরোগি-
মানস, তাহারই বিনাশে উদ্যত হইয়াছ ; জান না
যদি ঐ মনোমন্দির ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তুমি
স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে ; বিশেষতঃ তুমি নিজ
দেহ জনিত দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিয়াও যে পরদেহ
দহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আশ্চর্য্য !

ভাল মন !—তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি
শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথের বা সহচর সাপেক্ষ
নহে,—তোমার পরাধীনতা নাই তথাপি তুমি কেন
সেই সুলোচনা গোচরে গমন করিতেছ না ? অথবা
প্রিয়তমা ব্যতীত তুমি অবস্থান করিতে কদাচ পারগ
নহ, তুমি অবশ্যই সে স্থানে গমন করিয়াছ, ইহা
নিশ্চিত রূপে প্রতীত হইল ।

হে অঙ্কুরকরণ !—তুমি সেই রক্তোক্ত সন্তোকে সদা

সন্তোষী রইয়াছ কিন্তু এই সহভব, সহ বর্দ্ধমান, পরমপ্রেমাম্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ত্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির-পরিচিত চাকলোচনার অনুগমনে তুমি কি মিতান্ত্র বিন্দনীয় হইতেছ না ?

সেই ইন্দীবরাকীর অপ্রত্যকে নয়নযুগলে জলধারা গলিত হইতেছে, তাহার পীষ্ম সদৃশ মধুরালাপ শ্রবণাতাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার পরীরন্ত সন্তোষ না থাকায় কার্যক্ষতি সাতিশয় লীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু মন ! তুমি সে রক্তিনীর সততসঙ্গী হইয়াও যে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ সঙ্গমাবস্থা অপেক্ষা বিরোগাবস্থাতেই তুমি সুখী ;—সকল ইন্দ্রিয়কে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে তাহার অসামান্য রূপ লাভ্য নিরীক্ষণ,—মধুরালাপ-লহরী শ্রবণ,—অধর-সুধাস্বাদন,—সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাত্মক এবং সেই অনন্যাদৃশ সুশীতল শরীর স্পর্শ ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ, তবে তোমার ক্লেশ কি ? অথবা তুমি নিতান্ত লঘু-প্রকৃতি, অনুযোগযোগ্য নহ ।

বিধাতাকেই তৎসনা করা বিধেয় । তো ভগবন্ বিধাতঃ ! তুমি কি হেতু আমার ললাটপটে নির্ভুরাকর বিন্যাস করিয়াছ ? আমি তোমার কোন অপরাধ

করি নাই ! নিরপরাধে ক্লেশ দেওয়া বিবেচকের কর্ম
নহে ।

বিবাহবাতুলের প্রবেশ ।

বিবাহ । কেহে তুমি ? বিধাতার বিবেচনার
কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে ? থাকিলে
সে আপন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতে কখন উদ্যত হইত
না ! তাহার প্রজা পালন করা দূরে থাকুক, সে
তাহাদিগের ভুরি ভুরি ক্লেশ ধার্য্য করিয়াই অনার্য্য
বজ্রাল রাজাকে রাজ্য দিয়াছিল,—বিবেচনা থাকিলে
কি এমন হইত ?

বিরহি । কে হে, বন্ধু নাকি ?

বিবাহ । হাঁ। তাই, যাবে কি ? চল না যাই ।

বিরহি । কোথা হে ?

বিবাহ । কুলপালকের বাড়ী, বিবাহনিমন্ত্রণে ।

বিরহি । না তাই ! আর বিবাহ দেখিবার প্রয়ো-
জন নাই ।

বিবাহ । দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজা-
পতির গন্ধ গারে লাগে ।

বিরহি । আর তাই প্রজাপতির গন্ধে কায়
নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্বস্ব বিক্রয় পূর্বক সেই
বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি ।

বিবাহ । ভাই ! বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে ত,
আমার যে এক বারও হইল না ।

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক ।
মারিব বজ্রালে ঝাঁটা ডাবিয়াছি ঠিক ॥
কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ ।
তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ ॥
পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া ।
সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া ॥
খাড়া নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আশ্বাদ ।
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড় সাদ ॥

বিরহি । (তৎকথায় বিরক্ত হইরা) ভাই ! রাত্রি
হইল, ক্রমশঃ বিশ্বত্রকাণ্ড গাঢ়তরতিমিরে অবগুণ্ঠিত
হইতেছে ।

কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি ।
মানিনী হইয়া মুখ মুদিল অমনি ॥
নিশাকর নিজ করে প্রকাশিত করে ।
তথাপি আবৃত ক্ষিতি তিমির অন্ধরে ॥

আহা ! বন্ধো ! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে
নিশাকরের উদয় হওয়াতে কি অপূৰ্ণ শোভা হই-
য়াছে । বাসর গৃহাগত বরপাজের চতুঃপার্শ্ববর্তী

কুলকামিনীকুলের ন্যায় ভাৱাগণ নিশাকরকে সুশো-
ভিত করিতেছে !

বিবাহ । বন্ধো ! তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না?
তবে আমি চল্লেম । [বিবাহবাতুলের প্রস্থান ।

বিরহি । (স্বগত) সায়াং সন্ধ্যাবিধি সমাপিত হই-
য়াছে (শঙ্খবাদ্য শ্রবণ করিয়া) শুনিলাম কুলপালকের
কন্যাদিগের বিবাহ তাহারি বুঝি শঙ্খবাদ্য ? যাহা হউক
সে অনুসন্ধানে আমার প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণে
স্বস্থানে প্রস্থান করি । [বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান ।

কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ ।

কুলপা । পুরোহিত মহাশয় ! বুঝি বর আসিতে-
ছেন, আপনি সত্বর অগ্রসর হইয়া আনয়ন ককন ।
আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ না হয়,
দেখিবেন ।

ধর্ম্ম । হাঁ আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জা প্রভৃতি
প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদানস্থানে অবস্থান কর । (বাটীর
বাহিরে গমনোদ্যত হইয়াই) এই যে আসিতেছেন !
(স্বগত)

আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী
ধর্ম্মানুপেক্ষ্য চ ধনে পরনার্থবোধঃ ।
দুর্দর্শনো গতবয়াঃ পতশো বিবাহ-
বাণিজ্যদীক্ষিতমতিবর এব তূর্ণম্ ॥

জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে ।

ধর্ম্মেতে অকুচি কুচি কেবল ধনেতে ॥

দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহ লালসা ।

এই বর রক্ষ স্থলে আসিল সহসা ॥

বর ও অনুতাচার্য্যের প্রবেশ ।

কুলপা । আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন
(ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয় ! আমি এক বার শীত্র
আসি, আপনি ইঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা দি ককুন ।

[বাটীমধ্যে কুলপালকের প্রস্থান ।

ধর্ম্ম । হাঁ যাও (স্বগত) এই বর ! কুলপালক
ইহাকে কত্যা দিবে ! তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে । হে
বজ্রাল ! লোকে তোমাকে যে ‘কলির চেলা’ কহে তাহা
যথার্থ । হে ভগবন্ জগদীশ্বর ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্ব-
রাজ্য পরিণামে এতাদৃশ দুঃখবস্থাগ্রস্ত হইল !!!

অভব্য চম্ভের প্রবেশ ।

অভব্য । ত্র্যাক্ষণেভ্যো নমঃ । (উপবেশন)

ধর্ম্ম । আপনি কে ?

অভব্য । আমি পুরুষ ।

ধর্ম্ম । কাহার পুরোহিত আপনি ?

অভব্য । ঐ বাঃ ! নাম ভুলে গিছি ! (চিন্তা
করিয়া) হাঁ হাঁ, মহাশয় বলিতে পারেন, ঐ যে
মেরেরা যাতে চাইল ঝাড়ে ।

ধর্ম্ম । কুল ।

অভব্য । হাঁ হাঁ, ঐ বটে ঐ ব্যক্তিই আমার যজমান,
তার কি এই বাড়ী ?

ধর্ম । কুল কি ? কুলপালক ;—সে এই বটে, সে
যে আমার যজমান ।

অভব্য । কি ? সে আমার যজমান ।

ধর্ম । আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি ।

অভব্য । আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব
পুরোহিত, বহু দিন আছি ।

ধর্ম । (সক্রোধে) পরিহাস কর যে ? তুমি
কোন সম্পর্কে তাহার পুরোহিত ?

অভব্য । মাতামহসম্পর্কে আমি তার পুরোহিত ।

ধর্ম । কিরূপ ?

অভব্য । কিরূপ আবার কি ? আমার মাতামহ-
ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া কখন কখন গঙ্গাস্নানে যেতেন,
যে গ্রামে কুলপালক বে করে ।

ধর্ম । এ অতি অসঙ্গত কথা ।

অভব্য । কিসে অসঙ্গত হলো ?

ধর্ম । কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুরের গ্রামে
কখন গমন করিয়াছে, ইহাতে যে সে তাহার যজমান
হয় ইহার প্রমাণ কি ?

অভব্য । “ মাতামহস্য দোষণে রাবিসৌহৃদুদশা-
ননঃ ” এই শাস্ত্রই প্রমাণ ।

ধর্ম । এ বচনের অর্থ কি ?

অভব্য । (সহাস্য মুখে) অর্থ থাকিলে কি যজ্ঞ-
মানের দ্বারে আসিতাম্ ?

ধর্ম । (হাস্যমুখে) আপনার নাম কি ?

অভব্য । শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্মা ।

ধর্ম । আপনি ত পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু
আছে ?

অভব্য । হাঁ আছে বৈকি, উপাধি ‘জগন্নাথ
তর্কপঞ্চানন’ ।

ধর্ম । ‘জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন’ উপাধি ? সে আবার
কেমন ? নাম শুদ্ধ বলুন দেখি ?

অভব্য । (উচ্চৈঃ স্বরে) ‘শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্মা
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন’ শুনিলেন ?

ধর্ম । (সহাস্য মুখে) হাঁ শুনা গেছে, আমি কাল
নই । আপনার বাটী কোথা ?

অভব্য । এখন বাটীর প্রয়োজন কি ? যখন ডাউন
খাই, তখনি তার দরকার ।

ধর্ম । বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথা ?

অভব্য । আঃ, ওসব কথায় কাহ্ন কি ? পেটে
বিচ্ছেসাধ্যে থাকে এসো, লাগা যাউক ।

ধর্ম । (সজ্ঞতক্কে) । হাঁ, বিচার আচার করিতে
পারেন ?

অভব্য । (সগর্বে) পারিব না কেন ? আচার
পেলেই বিচার হয় ।

ধর্ম । সে কেমন ?

অভব্য । তবে শুনুন ।

পাস্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয় ।

পক্ষি' ভাতে পাতিলেবু সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥

কড়কড়ো হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল ।

তপ্ত ভাতে মজা বড়ো যদি মিলে ঝোল ॥

ধর্ম । (উচ্চ হাস্যে) বা, বা, উত্তম বিচার হলো ।

অভব্য । একবারেই যে, “বাবা” বল্যে গাছে না
উঠতেই এক কাঁদি ।

ধর্ম । হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে ? আপনি
কিছু পড়ে শুনে থাকেন ?

অভব্য । (সগর্বে) কিছু কেমন ? রোতে পড়ে
থাকি, দিনে শুনে থাকি ।

ধর্ম । কোন শাস্ত্র জানেন ?

অভব্য । সব রকম, কি না জানি ?

ধর্ম । ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন শুনা যাউক,
এও ত বিবাহের সভা ।

অভব্য । হাঁ বলা ভাল বটে, বিদ্যা যতো প্রকাশ
হয় ততই লাভ, কিন্তু বুঝে এমন লোক কে ?

ব্যাকরণে মোর বিছা বুঝিবে কি পরে ।

ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে ॥

বড়ে নাই স্বহ মোর গহ্বরে অনন্ত ।
 আক আক সিদ্ধিকলা কেবা করে তত্ত্ব ॥
 যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি ।
 খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী ॥
 কাব্যেতে অভব্য নাম দেখ মোর আছে ।
 শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি, চণ্ডালের কাছে ॥
 অলঙ্কার শাস্ত্রে বিছা বলিব কি বল ।
 আমি নাহি ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল ॥
 কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপম ।
 বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥
 কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুস্পদ ।
 মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুস্পদ ॥
 পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানা শাস্ত্র জানি ।
 স্মৃতিতে বিন্মৃতি নাই দেখ অনুমানি ॥
 গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার ।
 অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার ॥
 জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে মোর বিছা আছে ভারি ।
 এক হাতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পারি ॥
 অনায়াসে দেখে বলি গর্তবতী হাত ।
 হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্তপাত ॥
 ছায়েতে অস্ত্র বিছা বিছমান আছে ।
 ষট্ পট্ তরে নাহি এসে কাছে ॥

গর্বেতে পৰ্কষিত ধূমে কর অনুমান ।

কপালে আগুন মোর আছে বিদ্যমান ॥

ধর্ম্য । (হাস্তমুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত ।

পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে কি ?

অভব্য । পুরাণে নতুন সকলি পারি ।

ধর্ম্য । পারেন কেমন ?

অভব্য । বলি আপনি ত নতুন চাইল পুরাণে
চাইলের কথা বল্চেন ?

ধর্ম্য । না না, তাহা নয়, পুরাণ শাস্ত্র, প্রাচীন
বৃত্তান্ত জানেন ।

অভব্য । (সজ্জভঙ্গ) পুরাণ ইতিহাস, তাই বলুন,
আমি আর এটা বুঝেছিলাম ।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার ।

রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥

দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান ।

কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান ॥

পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার ।

সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥

জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্যোধন ।

সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥

ইতিহাস কিছু বলিব ?

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী ।

রথের তলায় ওই দেখলো সজনি ॥

পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা ।

বাধের রমণী আমি হবে যোর সতা ॥

ধর্ম । আর বিদ্যা প্রকাশে কাঁচ নাই, বুঝেছি ।

অভব্য । বুঝেছ তৌ মজেছ,—যে বুঝেছে সেই
মজেছে—

ধর্ম । কুলপালকের বাটীতে এসেছেন কি করিতে ?

অভব্য । কেন ? বে দিতে ।

ধর্ম । বিবাহ দিবার মন্ত্র জানেন ?

অভব্য । বিবাহ ‘দিবার’ মন্ত্রজানি না কিন্তু বিবাহ
‘রাত্রের’ মন্ত্র জানি ।

ধর্ম । হাঁ, তাই বলুন দেখি ?

অভব্য । বল্যে কি দেখতে পাবেন ? শুন্তেই
পাবেন ।

ধর্ম । স্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম ?
(প্রকাশে) তা বলুন ।

অভব্য । শুনুন—“প্রথমে সংকল্প । বিষ্ণুর্নমোহ
কলারে মাসি কাড়াকাড়ি পক্ষে পুটুলি তিথো
গোলমাল গোত্রস্ত্রীযোণাচন্দ্র—” ।

ধর্ম । হয়েছে, হয়েছে, আর বলতে হবে না, এ ত
সংকল্প, তার পর ?

অভব্য । তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে “ও
ষমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী । এবং আশা-

নামলদক্ষোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ” ইহা বলিয়া বিবাহ দিবে।

ধর্ম্য । হাঁ, এই বের এই মন্ত্ৰই বটে। আর কিছু আছে ?

অভব্য । পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্ৰে আশীর্বাদ করিবে “সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ । সর্বাদ্ধে ধবলাকারঃ অম্পায়ুর্ভব সম্প্রতি ।”

তর্ক । (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয় ! ইনিই এ বিবাহের পৌরোহিত্য কর্ম্মে উপযুক্ত, আমাদের এখানে থাকায় আর প্রয়োজন কি ?

ধর্ম্ম । ভাল বলেছ, চল আমরা গৃহে যাই।

কুলপালকের প্রবেশ ।

কুল । (পুরোহিতের গমনোদ্যম দেখিয়া) না মহাশয় ! যাবেন কেন ? আমার অদৃষ্টাধীন উনি এসেছেন, ভালই, আমি উঁহাকে স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিব ? বিবাহ নির্বাহ না হইলে আপনি যাইতে পারিবে না।

ধর্ম্ম । ভাল, তোমার কথাতেই থাকিলাম ।

কুল । মহাশয় ! যদিও আমাদের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কোলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে, তথাপি শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন।

ধর্ম্ম । (স্বগত) পরিচয় তোমার মাথা আর তোমার বজ্রালের যণ্ড । (প্রকাশে) হাঁ, উচিত বটে। কেমন

হে ! বাবাজী লেখা পড়া কি করিয়াছ ?—কৈ ? কিছুই
যে বলেন না ? (স্বগত) বধিরতাও আছে নাকি ?

অনু। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয়বুদ্ধি
মাত্র থাকে না ? বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য ;
আজি বর কি কোথাও কথা কর ?

ধর্ম্য। (সক্রোধে) তুমি কেমন ঘটক হে ; পরিচয়
লব না ?

অনু। অবশ্য—পরিচয় লবেন বৈ ত নয়,
আমিই পরিচয় দিতেছি, ‘বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, কুলের
মুখর্চী ; আর কি পরিচয় ?

ধর্ম্য। আমি, ‘বিষ্ণুঠাকুর কি কৃষ্ণাঠাকুর—কুলের
মুখর্চী কি কলের মুখর্চী’ তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই,
লেখা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ।

অনু। হাঁ লেখার বিষয়টা বিন্দুতিক্ষ্মে হয় নাই বটে ।

ধর্ম্য। সে কি ? জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কি লিখিতে
বিন্দুতিক্ষ্ম হয়, এ কেমন কথা ?

অনু। হবে না কেন ? বিধাতাই ভুলেছেন ;—
তিনি যদি ইহাঁর ললাটে লিখিবার কথা লিখিতেন,
তাহা হইলে ইনিও লিখিতেন, তাঁহারি ভুল, ইহাঁর
দোষ কি ? আর আপনি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করি-
লেন, তা যেখার পড়ামের বে, সেখার বরের
পড়ার কথার প্রয়োজন কি ?

ধর্ম্য । (সহাস্য মুখে) বিলক্ষণ ! রূপ গুণ সকলি
ভাল !

অনু । (সজ্জভঙ্গে) কিসে মন্দ ?

ধর্ম্য । (সক্রোধে) সব মন্দ ।

অনু । মুখের কথা বলিয়াই ত হয় না—কি কি
দোষ দেখান ।

ধর্ম্য । শুন তবে ।

অনু । বলুন আপনি ।

ধর্ম্য । ‘দেখিতে সুন্দর বর দাঁদ সব গায় ।’

অনু । ‘বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায় ॥’

ধর্ম্য । ‘দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জলদোষ ।’

অনু । ‘এ দোষ ইহার নয় এ যে জলদোষ ॥’

ধর্ম্য । ‘উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল ।’

অনু । ‘দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এ ওল ॥’

ধর্ম্য । ‘বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ ।’

অনু । শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ ॥’

ধর্ম্য । ‘দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই ।’

অনু । ‘যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই ॥’

ধর্ম্য । ‘কুলের পতাকা রবে এ কর্ম্য করিয়া ।’

অনু । (জনাস্তিকে) ‘দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীত
দেও বিয়া ॥’

ধর্ম্য । (স্বগত) শাস্ত্রে লিখিত আছে—‘সর্বং বার্য্যং

সমীহতে” । সকলেই স্বস্থ প্রয়োজনানুসারে পর্য্যটন করে । বিশেষতঃ

“পুরীষস্য চ রৌষস্য হিংসারাস্তস্করস্য চ ।

আদ্যবর্ণং সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং ॥”

বিধাতা পুরীষের ‘পু’ রৌষের ‘রো’ হিংসার ‘হি’ আর তস্করের ‘ত’ এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া ‘পুরোহিত’ করিয়াছেন, অভএর আমার এত নিষ্ঠায় প্রয়োজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচনায় বা কার্য্য কি ? আমি ত দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হলেই হলো । (প্রকাশে) ওহে কুলপালক ! আর পরিচয়ের সময় নাই লগ্ন উপস্থিত, কন্যাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে ।

কুল । যে আজ্ঞা, (কন্যানয়ন করিয়া বরকরে সমর্পণ)

নটের উক্তি ।

রর দেখি রামাগণ করে গওগোল ।

বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল ॥



সম্পূর্ণ ।

